www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬-২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ৭ আশ্বিন – ১৩ আশ্বিন, ১৪২৩ ঃ ২৪ সেপ্টেম্বর – ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 48, 24 September - 30 September, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

Sree Sai Enterprise
Mineral & Packaging Drinking Water Wholesales
131 K.N.C. Road, Haritala Colony
Barasat : Kolkata 700124
Mob: 7278275377 / 8981119252
অনুষ্ঠান বাড়িতে ২০ লিটারের জার ও পেট বোতল সরবরাহ করা হয়।
বি: দ্র: এখানে Fruty এবং Appy পাওয়া যায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : অটো দৌরাত্ম্য অব্যাহত। বামফ্রন্ট আমলে সৃষ্ট

এই রোগ পরিবর্তনের পরেও কমে নি। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা অবৈধ এই বেপরোয়া পেশা কলকাতার ক্যান্সার। আক্রান্ত হলেও অসহায় সকলেই, কারণ কোনও ওষুধ নেই। এ রোগের এবারের বলি কিশোরী পূজা পাল।

রবিবার : ডেঙ্গির তথ্য চেপে রাখছে রাজ্য। এমনই অভিযোগ

কেন্দ্রীয় সরকারের। অভিযোগ প্রতিদিন আক্রান্ত ও মৃতের তথ্য জানানোর নির্দেশ থাকলেও তা পাঠানো হচ্ছে না। রাজ্য বলছে রিপোর্টে নিশ্চিত হয়েই দেওয়া হবে তথ্য।

সোমবার : কাশ্মীরের উরি সেক্টরের সেনা ঘাঁটিতে সন্ত্রাসবাদী

হামলায় প্রাণ দিলেন ১৭ জওয়ান। এর পেছনে পাকিস্তানের মদত স্পষ্ট। আন্তর্জাতিক মঞ্চে কোনঠাসা পাকিস্তান এখন যুদ্ধের আবহ তৈরি করতে চাইছে।

মঙ্গলবার : আদালতে সমাধা হয়ে যাওয়ার পরেও টেট নিয়ে

জটিলতা কাটছে না। অন্য একটি মামলায় প্রশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণহীন পাশের তালিকা আলাদা করে দিতে পারল না রাজ্য।

বুধবার : খোদ দিল্লিতে সকালে প্রকাশ্য রাস্তায় কুপিয়ে থেঁতলে

খুন করা হল এক তরুণীকে। উত্তর দিল্লির এই ঘটনা রাজধানীর মুখ পোড়ালো।

বৃহস্পতিবার : রেলের বাজেট আর আলাদা নয়। এবার থেকে

সাধারণ বাজেটের সঙ্গেই পেশ হবে রেল বাজেট। স্বাধীনতার আগের এই প্রথায় এবার ছেদ পড়তে চলেছে।

শুক্রবার : ১৯৭১-এর পর কার্গিল যুদ্ধ। তাও শিক্ষা হয়নি

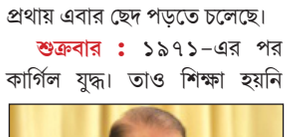

পাকিস্তানের। উরির পর কোনঠাসা এই সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র যুদ্ধ করতে চায়। ভারতের সব রাজনৈতিক নেতাদের এককাট্টা হয়ে এর জবাব দিতে হবে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

মেকি জাতীয়তাবাদীরা কুলুপ আঁটুন

যুদ্ধ–যুদ্ধ দামামা

পার্থসারথি গুহ

চারিদিকে কেমন যেন একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। না দুর্গা পুজোর থিম নিয়ে যুদ্ধ বা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গলের লড়াই নয়। এ

হল একেবারে সামনা–সামনি মহড়া নেওয়া যুদ্ধ। যাতে অবতীর্ণ হতে চলেছে দীর্ঘদিনের বৈরিতাসম্পন্ন দুটি দেশ। অন্তত হাওয়া–বাতাসে এমন কথাই ভাসছে। সকালে পাড়ার চায়ের দোকানে গেলে বর্ষীয়ান বিষ্টুবাবু শুধোচ্ছেন, তা বাবা যুদ্ধ কি এবার লেগেই গেল? কর্মস্থলে যাওয়ার পথে যেসব যানবাহনে মানুষ সওয়ার হচ্ছেন সেখানেও চলছে একই ঘ্যানঘ্যানানি, না যুদ্ধটা বোধহয় এবার থামানো গেল না। পাড়ার রক থেকে অভিজাত মলের কফিশপ এই আলোচনাটা উঠে আসছে একদম সর্বাগ্রে। আদতে তা হলে হচ্ছেটা কী? ওই যে কথায় আছে না, যা রটে তা কিছু না কিছু তো বটেই। যুদ্ধের ফিভার হঠাৎ করেই ডেঙ্গুর মতো জায়গা করে নিচ্ছে গৃহস্থালির রোজনামচায়। সেই এক এবং অদ্বিতীয়ম যুদ্ধবাজ দেশ পাকিস্তান যথারীতি খুঁচিয়ে ঘা করছে। প্রায় নিয়মিত হারে ভারতে অশান্তির জিগির তোলা এই পড়শি দেশটি এখন যেন দাঁত–নখ বের করে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে এদেশের ওপর। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই কাশ্মীরের উগ্রপন্থী সংগঠনগুলিকে একরকম স্বাধীনতাকামীর শিরোপা দিচ্ছেন খোদ পাক প্রধানমন্ত্রী। তাও আমেরিকার মাটিতে বসে গোটা বিশ্বের তাবড় নেতৃত্বের সামনে। অথচ পাকিস্তানের এই 'উজির–এ–আজম' নওয়াজ শরিফ হয়তো ভুলেই গিয়েছেন পালটে যাওয়া দুনিয়ার বর্তমান আবহের কথা। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এখন যতই অভিযোগ করুক না কেন, তা ধোপে টিকছে না বিশ্ব দরবারে। বরং ভারতের সহনশীলতা এবং গঠনমূলক ভূমিকা অনেক বেশি সমাদৃত হচ্ছে সারা বিশ্বে। যে যতই সমালোচনা করুন মোদির বিশ্ব ভ্রমণের ব্যাপারে তার সুফল কিন্তু এখন ফলতে শুরু করেছে। যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 'চির কুজরুটে' চিনের মতো দেশ ছাড়া কাশ্মীর ইস্যুতে কেউই পাকিস্তানের পাশে দাঁড়াচ্ছে না। বিশেষ করে সম্প্রতি উরিতে ভারতীয় সেনা ঘাঁটিতে যে বর্বর হানা সংগঠিত হয়েছে তাতে পাক যোগের অকাট্য প্রমাণ হাতে পাওয়ার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউরোপের অধিকাংশ দেশ এবং জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো শক্তিশালী এশীয় দেশগুলিও ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

শ্রীধাম গ্রামের শহিদের বাড়ি আজ শোকাচ্ছন্ন

উরির আঁচ জেলাতেও

মেহেবুব গাজী

গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি আশ্রমে যেতে প্রায় দু'কিমি আগেই পড়বে সূর্যবৃন্দা স্টপেজ। বাস মোড় থেকে আরও এক কিমি এগোলেই শ্রীধাম গ্রামে মাটির দেওয়ালের

বাড়িটার সামনে সোমবার সকাল থেকে সাগরদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছেন। রবিবার সন্ধের সেই দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা দ্বীপ এলাকায়। পরিবার সূত্রের খবর, সন্ধে ৬টা নাগাদ ঘড়ুই পরিবারে দুঃসংবাদের প্রথম ফোনটি এসেছিল। বিহার রেজিমেন্টের এক অফিসারের করা সেই ফোনটি ধরেছিলেন নিহত বিশ্বজিতের ছোট বোন বুল্টি। আর সেই ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভাবী ঘোড়ুই পরিবারে নেমে এসেছিল শোকের ছায়া। পরিবারের পাশাপাশি বছর একুশের বিশ্বজিত ঘোড়ুইয়ের মৃত্যু সংবাদ এলাকার বাসিন্দাদের মনকেও নাড়িয়ে দিয়েছে। নিহত বিশ্বজিতের বাবা বছর পঞ্চাশের রবীন্দ্রনাথ ঘোড়ুই রাজমিস্ত্রির জোগারের কাজ করেন। জায়গা জমি তেমন কিছুই নেই। তিন ভাইবোনের মধ্যে বিশ্বজিত মেজো।

টানাটানির সংসার সত্ত্বেও ছোট বোন বুল্টিকে পড়াশুনা বন্ধ করতে দেয়নি বিশ্বজিত। বুল্টি বর্তমানে সাগর মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। দু'বছর তিন মাসে আগে বিশ্বজিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিহার রেজিমেন্টে রান্নার কাজে যোগ দেন। বিশ্বজিতের চাকরি পাওয়ার পর থেকে সংসারের অভাব কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল ঘোড়ুই পরিবার। কিন্তু আচমকা বিশ্বজিতের মৃত্যু সংবাদ যেন সব ওলটপালট করে দিয়েছে ঘোড়ুই পরিবারকে। স্থানীয় নটেন্দ্রপুর নটেন্দ্রনাথ হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে সাগর কলেজের প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছিলেন বিশ্বজিত। কিন্তু হঠাৎ করে চাকরি পেয়ে যায় বিশ্বজিত। চাকরি পাওয়ার পর থেকেই বিহারেই ছিলেন বিশ্বজিত। গত ২৬ দিন আগে বিহার থেকে কাশ্মীরের উরি সেনা ছাউনিতে যান তিনি। কিন্তু এবারের স্বাধীনতা দিবসের কয়েকদিন আগে ২৮ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতেও ফিরেছিলেন বিশ্বজিত। ১৫ আগস্টের দিনে গ্রামের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় ক্লাবে ও স্কুলে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ছুটি শেষ করেই গ্রামের বাড়ি থেকে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন কাশ্মীরের উরি সেনা ছাউনিতে। কিন্তু রবিবার ভোর রাতে সেই সেনা ছাউনিতে জঙ্গিরা হামলা চালায়। মৃত্যু হয় বিশ্বজিতের। গত দুদিন আগে বাড়িতে ফোন করেছিলেন বিশ্বজিত। মা রেখা ঘোড়ুইয়ের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাও হয়েছিল তার। কান্নায় ভেঙে পড়ে এদিন রেখাদেবী বলেন, 'ফোনে ছেলে জানিয়েছিল, চারিদিকে কুয়াশা ঘেরা পাহাড়। এলাকাটি খুব ঠান্ডা। ওর খুব ভাল লাগছিল। জানি না এমন কেন হল? আমার যে সব শেষ হয়ে গেল।'

কথাটুকু শেষ হতেই বুক চাপড়াতে চাপড়াতে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন বছর পঁয়তাল্লিশের রেখাদেবী। অন্যদিকে দাদার মৃত্যু সংবাদটা শোনার পর থেকে কার্যত মুখের বোল হারিয়েছে ছোট বোন বুল্টি। অন্ধকার ঘরের এক কোনে মাটির দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে একাই

তখন দাদার নানান স্মৃতি জড়িত ছবি দেখছে। আর বুল্টির চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ছে সেই ছবির উপর। বাবা রবীন্দ্রনাথ ঘোড়ুই বলেন, 'ছোট থেকেই সৈনিক হওয়ার ইচ্ছে ছিল ছেলেটার। এনসিসি–র ট্রেনিংও করেছিল সে। পরে ছেলের ইচ্ছে হয়তো পূরণ হয়েছিল। কিন্তু সেই ইচ্ছেই ওকে শেষ করে দিল। যারা আমাদের বুক থেকে ছেলেকে কেড়ে নিল, সেই জঙ্গি গোষ্ঠী ও সন্ত্রাসবাদীদের এই দেশ থেকে উৎখাত করুক সরকার। ওদের ফাঁসি দেখতে চাইছি।'

সীমান্ত জুড়ে ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা

উত্তর ২৪ পরগনা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

আসন্ন শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে রাজ্যে জঙ্গি অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের এহেন আশঙ্কার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সীমান্তে কড়া নজরদারির বার্তাকে মান্যতা দিয়ে, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পুলিশি ব্যবস্থাকে আরও আঁটসাঁট করা হয়েছে। একইসঙ্গে সীমান্তরক্ষীদের পক্ষ থেকেও বিওপি (বর্ডার অবজারভেশন পোস্ট) গুলোর উপরেও চালানো হচ্ছে কড়া নজরদারি। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাসনাবাদ, বসিরহাট, স্বরূপনগর, বনগাঁ, বাগদা সীমান্তের বহু জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় জঙ্গিরা কার্যত এই জেলাকে অনুপ্রবেশের ওপেন করিডর হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। উৎসবকে কেন্দ্র করে জঙ্গিরা এই সুযোগকে কাজে লাগাতে তৎপর হবে বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের অনুমান। শারদোৎসব বাঙালিদের কাছে শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই উৎসবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অনুপ্রবেশ বিষয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার পুলিশি ব্যবস্থা প্রসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় এক একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রতিবেদককে জানান, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মধ্যে একমাত্র বনগাঁতে দুর্গা পুজোয় দর্শনার্থীদের ঢল থাকে উল্লেখযোগ্য। একারণে এবার এখানে অতিরিক্ত পুলিশি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এইসঙ্গে টাকিতে বিসর্জনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুর্গা পুজো ও মহরম একেবারে পরপর। এ কারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কদিন আগেই শান্তিপূর্ণভাবে ইদুজ্জোহা সম্পন্ন হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

উৎসবে 'অফ শপ' খোলা, অভিভাবকরা সতর্ক হোন

বরুণ মন্ডল

শহর, শহরতলি ও জেলার অভিভাবক–অভিভাবিকাদের কাছে এ শহরের অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদদের আসন্ন দুর্গোৎসবের পূর্বে আগাম সতর্কবার্তা ওই বিশেষদিন গুলিতে তাঁরা যেন তাদের প্রিয় ছেলেমেয়েদের প্রতি অন্তত বিশেষ একটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখবেন। কারণ, রাজ্য সরকার তাদের আবগারি দফতরের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণের লক্ষ্যমাত্রাকে ছাপিয়ে যেতে এবারের দুর্গোৎসবের মহা অষ্টমীর ২৪ ঘন্টা, মহানবমী ও মহাদশমী এই দু'দিন দুপুর তিনটে থেকে রাত্রি ১২টা মোট ন'ঘন্টা করে সর্বমোট ১৮ ঘন্টার, আগের রাজ্যের 'ড্রাই–ডে'র নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। ফলে রাজ্যের 'অফ–শপ'গুলি ওই বিশেষদিন গুলিতে ওই মোক্ষম সময় খোলা রাখতে কোনও বাধা রইল না। এদিকে 'অফ–শপ' খোলার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের কী সম্পর্ক? এ বিষয়ে মনস্তত্ত্ববিদদের বক্তব্য, সারা বছরভর কড়া সাপ্তাহিক রুটিন থেকে দুর্গোৎসবের ওই চার থেকে পাঁচটি দিন এ রাজ্যের ছেলেমেয়েরা একটু খোলা হাওয়া পায়।

আবার দাদা–দিদি, পিসি, মাসি বিভিন্ন আত্মীয়দের থেকে দুর্গোৎসবের উপহার হিসাবে হিসাব বহির্ভূত ভালো মতো পয়সাকড়িও পাওয়া যায় আর এই অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা ভুল করেই হোক বা না ভুল করেই হোক পাড়ার 'অফ–শপে'র কাউন্টার খোলা থাকার

সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মদের নেশায় মেতে যাওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তারই আগাম সতর্ক–বার্তা ওই মনস্তত্ত্ববিদদের।

প্রসঙ্গত, বাম জমানার সঙ্গে তৃণমূল জমানার মোট ৩০০ হাজার কোটি টাকা বর্তমান কেন্দ্রীয় ঋণের বোঝায় রাজ্যের উন্নয়ন যখন স্তব্ধ হতে বসেছে তখন সেই উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে রাজ্যের আয়ের মূল উৎস আবগারি দফতরের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণের লক্ষ্যমাত্রাকে ছাপিয়ে যেতে এবং জাল মদ খেয়ে অসুস্থ বা মৃত্যুর হাত থেকে রাজ্যবাসীকে রক্ষা করতে রাজ্যের বার্ষিক 'ড্রাই–ডে'র সংখ্যা আগের তেরো থেকে কমিয়ে এক ধাক্কায় সাড়ে চার দিনে নামিয়ে এনেছে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি রাজ্যের নয়া বিধিতে প্রজাতন্ত্র দিবস (২৬ জানুয়ারি), স্বাধীনতা দিবস (১৫ আগস্ট), মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির জন্মদিন (২ অক্টোবর) ও মহরমে পূর্ণ দিবস এবং দোলের দিন দুপুর দুটো পর্যন্ত রাজ্যে মদ ক্রয়–বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

যদিও এতোদিন রাজ্যে ওই দিনগুলি ছাড়াও দুর্গোৎসবের মহাঅষ্টমী (পূর্ণ দিবস), মহানবমী ও মহাদশমীর দুদিন বেলা তিনটের পর থেকে কালীপুজো (পূর্ণ দিবস) মহরমের আগের দিন ঈদলফেতর (পূর্ণদিবস), ঈদুজ্জোহা (পূর্ণদিবস) এবং মহাবীর জয়ন্তী (পূর্ণদিবস)তে মদ বিক্রি সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ ছিল। যে নিয়ম চলতি আগস্ট থেকে রাজ্যে আর থাকছে না।

আগামী ২৫ নভেম্বর ২০১৬, রবিবার বিকাল ৫টায়
'আলিপুর বার্তা'র শারদ সংখ্যা প্রকাশ ও সুবর্ণ জয়ন্তী লোগো উন্মোচন
উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ড. অমিয় চৌধুরী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা
স্থান: তপন থিয়েটার সেমিনার হল (রাসবিহারী মোড়ের কাছে সদানন্দ রোডে)
সকলের সাদর আমন্ত্রণ

বড় পতনের সম্ভাবনা কম

ফেড শঙ্কাকে উড়িয়ে এগোচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজার

অভিজিৎ চক্রবর্তী

মার্কিন ফেড রেট বাড়াবে কি কমাবে তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। যদিও এটা পরিস্কার আমেরিকার শীর্ষ ব্যাঙ্ক আপাতত খুব একটা আক্রমণাত্মক হতে চাইছে না। তুলনামূলক রক্ষণাত্মক ঢংয়ে তারা নিজেদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সব দিক দেখে তবেই এগোতে চাইছে মার্কিন মুলুকের এই প্রধান আর্থিক সংস্থা। এবার দেখতে হবে আমেরিকায় ফেড সুদের হার বাড়ালে তার প্রভাব আমাদের ওপর কেমন পড়ে। পূর্বাভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার যদি বাড়ানো হয় তা হলে সাময়িকভাবে কিছু টাকা এমার্জিং দেশ থেকে বেরিয়ে গেলেও পরে সুদে–আসলে তা ফেরৎ আসতেও সময় লাগে না। ভারতের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা বারংবার ঘটেছে। অথচ এমন একটা আবহাওয়া তৈরি করা হয় যে বাজার যেন ভারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে এর ফলে। আদতে দেখা যায় ফেড যতবার রেট বাড়িয়েছে তার সুফল পরবর্তীকালে কুড়িয়েছে ভারতের মতো দেশ। তাই এবার যদি ফেড সে দেশে সুদ বাড়ায় তা হলে ভারত লাভবান হতেই পারে অচিরে। তার আগে অবশ্য একটা প্রাথমিক ধাক্কা অপেক্ষা করে থাকবে বাজারের জন্য। এমনিতে গত ফেব্রুয়ারির নিম্ন অবস্থান থেকে ভারতের বাজার যেভাবে তেড়েফুঁড়ে দাঁড়িয়েছে তাতে নিফটি অতিক্রম করেছে প্রায় ২ হাজার পয়েন্ট। যে কোনও উত্থানের পর তার পতন না হোক সংশোধনীর তো দরকার আছে ভালোমতো। আর সেই কারেকশন গিয়ারে হয়তো ভারতের বাজার আপাতত এসে গিয়েছে। এর প্রভাব নির্দিষ্ট শেয়ারের ওপর সেভাবে পড়ছে না। কারণ প্রায়শই দেখা যাচ্ছে কোনও শেয়ার বা সেক্টরে একধরণের র‍্যালি হচ্ছে। কাজের পরিবেশ অব্যাহত আছে। বাজার পড়ে যাওয়ার সেই ভীতিটাও নেই। এর মধ্যেই অগ্রসর হচ্ছে হালফিলের ভারতীয় বাজার।বাজারের ধর্মটাই এরকম। সাধারণ লগ্নিকারী অবশ্য এই চরিত্রের সঙ্গে কিছুতেই সেভাবে মানিয়ে নিতে পারে না। ফলে বাজারের অস্থিরতার শিকার হয় তারা। এবারেও চলছে সেই ট্র্যাডিশন। সাধারণ ট্রেডাররা যে ভুলটা করে তা হল বাজারের এই আপস–অ্যান্ড ডাউনসের সঙ্গে তাল মেলাতে না পারা। ফলে বাজার যখন নিচে এসে কেনার সুযোগ দেয় তারা সেইসময় ভয় হাতের মাল খালি করেন। আবার বাজার যখন উচ্চতার চরম সীমায় পৌঁছে যায় তারা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে কিনতে যান।

বাজার অবশ্য চিরকাল এরকম মুডেই অগ্রসর হয়। কখনও অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন

অর্থনীতি

দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে। এই খামখেয়ালিপনার জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। এখানে খানিকটা ভাগ্যের ভূমিকাও রয়েছে। ওই ব্যাপারটা হল লাগলে তুক আর না লাগলে তাক। এর ওপর ভর করে হয়তো কেউ কেউ মুরুব্বিয়ানা মেরে থাকেন শেয়ার বাজারে। তা বলে সব কিছুই এইরকম আন্দাজে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে ওই ওস্তাদ মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এমনিতে দেখা যায় শেয়ার বাজারে যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত থাকেন এই ফান্ডামেন্টাল আর টেকনিক্যালসের কারিগররা। যেন প্রবল দুই প্রতিপক্ষ। যারা টেকনিক্যালস আওড়ান তাদের মতে টেকনিক্যাল চার্টে নাকি ধরা পড়ে কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধির তামাম খবরনামা, যাকে আমরা পোষাকী ভাষায় ফান্ডামেন্টাল বলে জানি। অথচ ফান্ডামেন্টালের প্রবক্তারা বলেন অনেক সময় টেকনিক্যাল চার্টে কিছু খবর ধরা যায় না। যার ভিত্তিতে বড়সড় পরিবর্তন সংগঠিত হয় শেয়ার বাজার বা কোনও সুনির্দিষ্ট শেয়ারে।

এবার ফিরে আসি বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভারতীয় সূচক কিভাবে তার রি–অ্যাকশন দেখাতে পারে। হয়তো দেখা যেতে পারে নিফটি আরও খানিকটা নিচে এল। যদিও সেই তলদেশটা খুব একটা বিশাল বলে মনে করছেন না কোনও বিশেষজ্ঞই। তাদের বক্তব্য, বড়জোর ভারতীয় নিফটি ৮৪০০ র কাছে আসতে পারে। এর বেশি হলে খুব ব্যতিক্রমী বা খারাপ পরিস্থিতিতে বাজার দেখাতে পারে ৮ হাজার ২ শো। কিন্তু এর নিচে কেউই ভাবতে পারছেন বা ভারতীয় বাজারকে। আসলে বিদেশিরা পর্যন্ত ভারত সরকারের নানা পদক্ষেপে যে খুশি যা তাদের কেনার বহরে বোঝা যাচ্ছে। তাছাড়া বিদেশিরা জানে এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের নিরিখেও ভারতীয় বাজার অনেক নিরাপদ। তার বৃদ্ধির হারও যথেষ্ট সন্তোষজনক। তার মাঝে কিছু অস্থিরতা যে নেই তা নয়। বর্তমান সরকার বিদেশি লগ্নিকারীদের খুশি করলেও কিছু ব্যাপারে তারাও তো কোণঠাসা। বিশেষ করে কাশ্মীরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, পাকিস্তানের দিক থেকে বিপদ ইত্যাদি তো আছেই। এর সঙ্গে বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির বিষয়টিও রয়েছে। মোটের ওপর আগামী বছরের উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং গুজরাট নির্বাচনের ওপর অনেক কিছু নির্ভরশীল। এই নির্বাচনগুলিতে যদি বিজেপির প্রভাব বা আসন বাড়ে তাহলে বাজারও অনেকাংশে শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে। কারণ এই নির্বাচনগুলি হল অ্যাসিড টেস্ট ২০১৯–এর লোকসভা ভোটের। যে বিশাল জনাদেশ নিয়ে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন সেই জায়গা থেকে অনেকটাই পালটে গিয়েছে এখনকার পরিস্থিতি। এটা ঠিক সরকার বেশ কিছু ভালো পদক্ষেপ নিচ্ছে, খুশি বিদেশি লগ্নিকারীরাও। তাও এদেশের রাজনীতি তো। তাই পরের নির্বাচনে যদি স্থায়ী সরকার না হয় তা হলে প্রভাব পড়তেই পারে বাজারে। যদিও তার আগে বাজার দিয়ে অনেক জল গড়াবে। সেদিকেই এখন নজর সকলের।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৪ সেপ্টেম্বর – ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

মেষ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ক্রয়–বিক্রয় ব্যবসায়ে লাভযোগ লক্ষিত হয়। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। চলাফেরায় সাবধান থাকবেন। পায়ে আঘাত লাগতে পারে।

বৃষ : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় বাধা থাকলেও ভাল ফল পাবেন। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। অযথা বাক্যব্যয় করবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে অগ্রগতির যোগ রয়েছে।

মিথুন : নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। লেখাপড়ায় ফল ভাব হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য। সাবধানে চলবেন। স্নেহ–প্রীতির দিকে মন আকৃষ্ট হবে। আয় ভালই হবে। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে।

কর্কট : আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা এলেও আপনি সেই বাধা অতিক্রম করতে সমর্থ হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে বিলম্ব হলেও নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। লেখাপড়ায় সাফল্য পাবেন। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন।

সিংহ : বীর বিক্রমে এগিয়ে চলুন, সাফল্য অবশ্যই পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। দৈব দুর্ঘটনার যোগ ও প্রতারণার যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে।

কন্যা : অর্থ যেমন আসবে তেমন খরচও হয়ে যাবে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে এখন হাত দেবেন না। শিক্ষায় অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হবে। রক্তচাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকলেও শত্রুতার দ্বারা ক্ষতির যোগ।

তুলা : স্বচেষ্টায় উন্নতি করতে সমর্থ হবেন। ভাই–বোনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। চাকুরীতে উন্নতি হবে।

বৃশ্চিক : শিক্ষায় আপনি ভাল ফল পাবেন। কিন্তু একটু বেশি পরিশ্রম করতে হবে। মনের সন্দিগ্ধ চিত্ততার জন্য ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। যোগাযোগ মূলক কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। জলপথে ভ্রমণে যাবেন না। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

ধনু : গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু গোলযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের কারক রয়েছে। শিক্ষায় বাধা এলেও সফলতা পাবেন। ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সহায়তা হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। চাকুরিতে উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : একটু ধৈর্য ধরুন। উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। উপযাচক হয়ে অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। ব্যবসায়ে মনের মত ফল পাবেন না।

কুম্ভ : গৃহ ভূমি ও জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। দৈব দুর্ঘটনার যোগ। বুদ্ধির দোষে ক্ষতি। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

মীন : শরীরের প্রতি যত্নবান হতে হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। নূতন কোন ব্যবসায় হাত না দেওয়াই ভালো। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। কর্মস্থলে সাবধানে থাকতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আয়ের থেকে ব্যায় বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।

কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টসের সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি কলকাতায় দি ইনষ্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টস অফ ইন্ডিয়ার উদ্যেগে আয়োজিত 'প্রতিযোগিতামূলক ব্যয় ও অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি' শীর্ষক একটি জাতীয় সেমিনার আয়োজিত হয়। এই সেমিনারের মূল বিষয় ছিল কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক ব্যয় জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এবং সেক্ষেত্রে মিএমএ দের অবদান – যা ভারতীয়

অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে। এই জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও বাণিজ্য বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। এছাড়া অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সুভাষ ঠাকুর, মানস কুমার ঠাকুর (সভাপতি) সিএমএ. সঞ্জয় গুপ্তা (সহ–সভাপতি) সিএমএ. আইসিএআই, কৌশিক ব্যানার্জী (সম্পাদক) আইসিএআই, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (চেয়ারম্যান, ই.এই.এর.সি) আই.সি.এ.আই, আশিস ব্যানার্জী (সম্পাদক, পূর্বাঞ্চলীয় শাখা) সিএমএআইসিএআই, রাজ্য বিজেপি –র মহিলা মোর্চার কোষাধ্যক্ষা সুস্মিতা বোস প্রমূখ।

প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা যায়, ১৯৫৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ ও পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং বডি এই সংস্থা। বর্তমানে এই সংস্থার প্রায় ৫ লাখ ছাত্র ও প্রায় ৭০ হাজার সদস্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত। দেশের মধ্যে এই সংস্থার চারটি আঞ্চলিক শাখা ও বিদেশে ইউকে, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ইউএসএ, মাসকাটস, দুবাই, বাহারিন, শ্রীলঙ্কা এবং মালদিভিস এই নয়টি দেশে এই সংস্থার কেন্দ্র রয়েছে। সংস্থার সভাপতি মানস কুমার ঠাকুর জানান, তাঁরা কয়েকটি দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সামনে পেশ করেছেন।

এই দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইনষ্টিটিউট অফ কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টসের নাম পরিবর্তন করে ইনষ্টিটিউট অফ কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টস রাখা হোক। ১৯৫৯ সালে ইনষ্টিটিউট অফ কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস নামে এই সংস্থাটি গড়ে ওঠে। ২০১২ সালে এই নাম পরিবর্তনের বিষয়টি পাশও হয়ে যায়। ড্রাফটে কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টস উল্লেখও করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টস অফ ইন্ডিয়া নামকরণ হয়। অথচ সারা বিশ্বে ইনষ্টিটিউট অফ কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টস এই নামটি বেশি প্রচলিত। দ্বিতীয় দাবি হল কেন্দ্রীয় সরকারের মতো রাজ্য সরকারেও কস্ট অ্যাকাউন্টিং সার্ভিস ক্যাডার চালু করা। ইনভেন্টরি কস্ট কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্টের কাজ সঠিকভাবে করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই ইনভেন্টরি কস্ট কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্টের কাজ সঠিকভাবে বজায় রাখা। রাষ্ট্রমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এই সংস্থার নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। সংস্থা থেকে পাশ করা ছাত্র–ছাত্রীরা কোল ইন্ডিয়া, সেল, ভেইল, এনএইচপিসিতে কর্মরত। ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র শিল্প বা এমএসএমই কে সাহায্য করার জন্য হেল্প ডেস্ক খোলা হবে বলে মানসবাবু জানান।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিতে ১০৯ টি চাকরি

১০৯ জন ইলেক্ট্রিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নেবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি। ১ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ হবে প্রোটেক্ট অ্যাসোসিয়েট ও সিনিয়র প্রোজেক্ট অ্যাসোসিয়েট ও সিনিয়র প্রোটেক্ট অ্যাসোসিয়েট পদে। কাজের নিরিখে চুক্তির মেয়াদ বাড়তে পারে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর MPP/2016/08.

শূন্যপদের বিবরণ : ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার : ৯৬টি। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার : ১৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট শাখায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি বা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ট্রান্সমিশন কোম্পানি বা ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বা কোনও বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থায় কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং যাঁরা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং ডিভিশন্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অবসর নিয়েছেন, তাঁরা আবেদন করতে পারেন। যথাক্রমে প্রোজেক্ট অ্যাসোসিয়েট এবং সিনিয়র প্রোজেক্ট অ্যাসোসিয়েট পদে নিয়োগ করা হবে।

বয়স : ০১–০১–২০১৬ তারিখে ৬৩ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতন : প্রোজেক্ট অ্যাসোসিয়েট পদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ২৫,০০০ টাকা এবং সিনিয়র প্রোজেক্ট অ্যাসোসিয়েট পদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ৩০,০০০ টাকা।

প্রার্থী নিয়োগ করা হবে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, বর্ধমান, বহরমপুর, মেদিনীপুর এবং শিলিগুড়ি জোনে। অঞ্চল ভিত্তিক নিয়োগের বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.wbsedcl.in

প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। ইন্টারভিউ নেওয়া হবে সংস্থার বিভিন্ন জোনাল অফিসে।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.wbsedcl.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও দরখাস্ত ভরা খামের ওপর যে পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। নথিপত্র–সহ পূরণ করা আবেদনপত্র ৫ অক্টোবরের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Addl. General Manager (HR&A), Recruitment & Manpower Planning Cell, WBSED–CL, Vidyut Bhavan, 7th Floorm "C" Block, Sector–II, Bidhannagar, Kolkata 700 091. খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট অথবা ই–মেল করতে পারেন এই ঠিকানায় : rmp.wbsedcl@gmail.com.

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

নৌকা থেকে নিখোঁজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা : শনিবার সকালে নৌকা থেকে এক ব্যক্তি নদীতে পড়ে গেলে জলের টানে নিখোঁজ হয় সে। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম হরেকৃষ্ণ মাইতি। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা থানার বনশ্যাম নগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ছোটবন শ্যামনগর গ্রামের বাসিন্দা হরেকৃষ্ণ মাইতি। এদিন পান্না ও মনসা পুজোর খাওয়াদাওয়া করার জন্য বের হয় সে। হরেকৃষ্ণ অশ্বিনী ঘাট থেকে ভুটভুটি নৌকায় ওঠে রামগঙ্গা ঘাটে যাওয়ার জন্য। মৃদঙ্গভাঙা নদীতে ভুটভুটি নৌকা যাওয়ার সময় হঠাৎই ভুটভুটি নৌকা থেকে পড়ে হরেকৃষ্ণ মাইতি। নদীর জলের টানে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। বাকি নৌকাযাত্রীরা খোঁজাখুজি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা থানায় খবর দেয়। পুলিশ জানান খেয়ার ভুটভুটি নৌকা থেকে এক ব্যক্তি নদীতে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃগী রোগ ছিল। ভুটভুটি নৌকায় যাওয়ার সময় হঠাৎই মৃগী রোগ দেখা দিলে, সেই সময় নদীতে পড়ে যায় সে। পাথরপ্রতিমা কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর জানা বলেন ছোট বনশ্যামনগরের বাসিন্দা হরেকৃষ্ণ মাইতি নামের এক ব্যক্তি মৃদঙ্গ ভাঙা নদীতে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়। এ বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

আরও ৬ জনের জামিন

বিশ্বজিৎ পাল, ডায়মন্ড হারবার : গত বুধবার ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম কোর্টে ডায়মন্ডহারবার কান্ডে আইটিআই ছাত্র কৌশিক পুরকাইত খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তাপস মল্লিকসহ আর ৬ জনকে তুললে বিচারক এদের ৫ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিনের নির্দেশ দেয়। উল্লেখ্য গত ৯ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার গুমকি গ্রামের বাসিন্দা আইটিআই ছাত্র কৌশিক পুরকাইত তার আত্মীয় সত্য হালদারের বাড়ি ডায়মন্ড হারবার হরিণডাঙা গ্রামে ঘুরতে আসে। এদিন সন্ধ্যায় কৌশিক বাড়ি থেকে বের হলে তাকে মোষ চুরির সন্দেহে গণপিটুনি দেওয়া হয়। কৌশিকের আত্মীয় স্বজন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে তাকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। কৌশিকের অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। গত ১০ মে সকালে চিকিৎসকরা কৌশিক পুরকাইতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কৌশিকের বাবা কার্তিক পুরকাইত ডায়মন্ড হারবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে মূল অভিযুক্ত তাপস মল্লিক সহ আরও ৫ জনকে গ্রেফতার করে। গত ১৩ মে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনার সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেন। সিআইডি তদন্তে নেমে মোট ১৩ জনকে অভিযুক্তের মধ্যে ১২ জনকে গ্রেফতার করে। বাকি ১ জন এখনও পলাতক। এই কান্ডে সিআইডি ডায়মন্ডহারবার এসিজেএম কোর্ট বিচারকের কাছে ৭৮ দিনের মাথায় ৩৮৩ পাতার চার্জশিট জমা দিয়েছিল।

দমকলকেন্দ্র সাগরদ্বীপে

স্মৃতিলতা বিশ্বাস : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরদ্বীপের রুদ্রনগরে চালু হল অস্থায়ী দমকলকেন্দ্র। উদ্বোধন করলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়। এর সাথে তিনি বীর শহিদ জওয়ান বিশ্বজিতের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। শহিদের বাড়িতে গিয়ে শোক জ্ঞাপন করে বলেন, মাত্র ২৩ বছর বয়সের এই যুবক যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে লড়াই করেছেন সন্ত্রাসবাদীদের সাথে তা সত্যিই ইতিহাস হয়ে থাকবে এই সাগরবাসীর হৃদয়ে। তিনি আরও বলেন যে, যখন এই দমকল কেন্দ্র পূর্ণাঙ্গ রূপে চালু হবে তা যেন এই বীর শহিদ বিশ্বজিৎ ঘোড়ুইয়ের নামাঙ্কিত হয়।মঙ্গলবারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা শেখ, সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আবু তাহের সর্দার সহ অনেকে। মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় এই দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন করে সাগরবাসীর প্রতি তার আন্তরিক ভালবাসার কথা জানান। উপস্থিত ছিলেন দমকলের ডিজি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি অনিতা মাইতি সহ প্রমুখ ব্যক্তিরা।

স্কুলে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত রবিবার ক্যানিং-এর ইটখোলা রাজনারায়ণ হাইস্কুলে চুরি হয়। সোমবার স্কুল খোলার পর চুরি নজরে আসে। স্কুলের সূত্রে জানা গিয়েছে স্কুলের পিছন দিক দিয়ে সম্ভবত পাইপ বেয়ে চোরেরা ওঠে। ৭টি সিলিং ফ্যান এবং ৩টি সাউন্ড বক্স চুরি হয়। স্কুলে এহেন চুরির ঘটনা ঘটায় ছাত্র-ছাত্রীসহ এলাকার বাসিন্দারা হতবাক।

বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে ভারতীয় জনতা পার্টি কাশ্মীরের উরিতে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের প্রতিবাদ জানাতে এক বিশেষ মিছিল সংগঠিত করে। তারা ধিক্কার জানায় পাক মদত পুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের। নওয়াজ শরিফের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। নেতৃত্বে ছিলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দাস।উল্লেখ্য পাক মদতপুষ্ট ওই জঙ্গি হানায় নিহত হয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের বাসিন্দা ২৩ বছরের বিশ্বজিৎ ঘোড়ুই। তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর বুধবার সকালে তার বাড়িতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন রাজ্য বিজেপির সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, সহ সভানেত্রী মৌসুমী বিশ্বাস, রাজ্য সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির ক্ষেত্র কার্যবাহিকা মহুয়া ধর এবং অভিজিৎ দাস। শহিদের বাড়িতে গিয়ে সান্ত্বনা জানিয়ে বলেন তাদের পাশে আছেন ও থাকবেন। রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের প্রশ্রয় না দিয়ে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানায় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা।

মানুষকে সচেতন করতে সরকারি উদ্যোগের অভাব

রাজ্য জুড়ে সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে

কুনাল মালিক

আগামী দিনে সর্পাঘাতে মৃত্যু কি রাজ্যের একটি জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে উঠতে চলেছে? কারণ সারা রাজ্য জুড়েই সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। সাপ নিয়ে মানুষের ভ্রান্ত কুসংস্কার এখনও সমানভাবে বিরাজ করছে গ্রামে গঞ্জে। এখনও সাপে কামড়ালে সরকারি হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে, গ্রামের মানুষ ওঝা-গুনিনের কাছে ঝাড়ফুঁক দিতে যায়। প্রত্যন্ত জেলার মানুষ সাপের কামড়ে মৃত-পুত্র-কন্যাকে কলার ভেলায় নদীতে ভাসিয়ে দেয়। ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া-ডায়েরিয়া নিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর যতটা তৎপরতা দেখায় সর্পাঘাতে মৃত্যু নিয়ে রাজ্য জুড়ে সরকারি সচেতনতা মূলক তেমন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ চোখে পড়ে না। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং-বাসন্তী-গোসাবা, কুলতলি, মথুরাপুর এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই মানুষ সর্পাঘাতে আক্রান্ত হচ্ছেন। ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্য জানালেন, আসলে মানুষদের সচেতন করতে আরও সরকারি উদ্যোগ দরকার। মানুষ ওঝা-গুনিন ঘুরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আসতে আসতে সর্পাঘাতে রোগীরা মারা যাচ্ছেন। মানুষদের উচিত প্রথমেই রোগীকে নিয়ে ব্লক হাসপাতালে যাওয়া । কারণ এখন প্রতিটি ব্লক হাসপাতালেই অ্যান্টি ভেনাম

সিরাম পাওয়া যায়। সম্প্রতি একটি বহুল প্রচলিত সংবাদ মাধ্যমে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। কলকাতার শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালের ১ এপ্রিল থেকে এ বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১১৯১ জন সাপের কামড়ে ভর্তি হন। এর মধ্যে ৭৫ জন মারা যান। ২০১৬ থেকে প্রথম পাঁচ মাসে ভর্তি হয় ৭০২ জন। এর মধ্যে মারা যান ১৭ জন। প্রতিদিনই ওই হাসপাতালে ৩৫-৪০ জন সাপে কামড়ানো রোগী ভর্তি হন। সম্প্রতি বীরভূম জেলা থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানিয়েছেন এই সেপ্টেম্বর মাসে তিনজন মারা গিয়েছেন সেখানে। প্রতিদিনই ওই জেলায় সর্পাঘাতের সংখ্যা বাড়ছে। রাজ্যে সাপে কামড়ানোর চিকিৎসার রিসোর্স পার্সন ডাঃ দয়াল বন্ধু মজুমদার জানালেন, আসলে সর্পাঘাতে বিষয়টি নিয়ে মানুষের সচেতনতার অভাব আছে। স্কুল লেবেল থেকে পাঠ্য পুস্তকের বিষয় করতে হবে সর্পাঘাতকে। তবেই সচেতনতা বাড়বে। ব্লকে ব্লকে সরকারকেও সচেতনতামূলক উদ্যোগ নিতে হবে। ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্য জানালেন, ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর তাদের সংস্থার উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী জেলার ওঝা-গুনিনদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির হবে। ওঝা-গুনিনদের মাধ্যমেই যাতে দ্রুত সর্পাঘাতের রোগীরা সরকারি হাসপাতালে আসে এই প্রচেষ্টা চালানো হবে প্রশিক্ষণ শিবিরে।

চোখের জলে শেষকৃত্য শহিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর: মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের সাগর ব্লকের গঙ্গাসাগরে

যথাযথ সামরিক মর্যাদায় বিশ্বজিৎ ঘোড়ুইএর শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। ভোরে গঙ্গাসাগর গ্রামে নিয়ে আসা হয় বিশ্বজিৎ ঘোড়ুই-য়ের মরদেহ। দেহ নিয়ে যাওয়া হয় তার বাসভবনে। সেখানে কিছুক্ষণ কফিন রাখার পর শহিদ জওয়ানের দেহ নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ি থেকে প্রায় ৩ কিমি দূরে গ্রামের শ্মশানে। সেখানে সেনাবাহিনীর তরফ থেকে তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। বিশ্বজিৎ ঘোড়ুইয়ের দেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান দমকল ও বিপর্যয়, আবাসন ও পরিবেশ দফতরের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, সাগর কেন্দ্রের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা শেখ, জেলার পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরী এবং উপস্থিত সেনাকর্তারা। শ্রদ্ধা জানানো হয় রাজ্য পুলিশের তরফেও।

শুক্রবার সিপিএমের বিধায়ক তথা জেলা সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী ও প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল দেখা করেন শহিদের শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে। পার্টির পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন তাঁরা। প্রতিনিধি দলে ছিলেন তন্ময় ভট্টাচার্য, সমর হাজরা, রফিকুল ইসলাম মন্ডল সহ আরও অনেকে। ওই দিন গঙ্গাধরের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

পুরস্কার প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ সেপ্টেম্বর নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে বাৎসরিক অনুষ্ঠানে গত উৎসব মরশুমের শারদ সম্মান, দীপাবলী সম্মান, জগদ্ধাত্রী সম্মান ও মহরম সম্মান প্রদান করা হল বজবজ-২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্যাণ দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বজবজ-২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সমন্বয় কমিটির সভাপতি স্বপন রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইসি বিশ্বজিৎ পাত্র। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব। নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্র ও কঙ্কনা নৃত্যালয়। এবছর অনুষ্ঠানে মানুষের বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। স্বপন রায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, নির্বাচনের জন্য পুরস্কার প্রদান করতে একটু দেরি হয়েছে। এবছর তাড়াতাড়ি পুরস্কার প্রদান করা হবে।

অরণ্যের অধিকার...

মানব প্রকোপে সুন্দরবনে হারিয়ে যাচ্ছে অরণ্য। হতশ্রী সুন্দরবনের এই ছবিটি তুলেছেন সুভাষচন্দ্র দাস

সুন্দরবনে সাদা কুমির

ডঃ প্রণবেশ সান্যাল (বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ)

প্রতিবারের মত এবছরও আমরা শুধু সুন্দরবন চর্চা দলের সঙ্গে গিয়েছিলাম সুন্দরবনের দয়াপুর দ্বীপে। এবার আমাদের অনুষ্ঠান ছিল কাকমারি বাজারে। থাকার জায়গা ছিল সজনেখালির সরকারি ট্যুরিস্ট লজে।

নজর মিনারে চোখে রেখে ভোরে এবং রাতে আমরা চুপচাপ বসে থাকতাম। জ্যোৎস্নায় সারা বনকে অতি মনোরম লাগে। কেউ কেউ হরিণের ভিডিও তুললেন। তারপর দিনের বেলা ক্যাম্পাসে নানা মাপের কুমিরের দেখা এবং ছবি তোলা অনেককেই মাতিয়ে রাখল। ধৈর্য্যশীল সদস্যরা আবার অতি বিরল বালিকাঠা বা বাটাগুর কচ্ছপের পুকুরের ধারে ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করে জলের ওপরে মাথাটা ক্যামেরাবন্দি করলেন। তবে যাঁরা খুব ভোরে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে ভূতত্ত্বের প্রথম বর্ষের ছাত্রী রোশনি পাল একটি ১০ ফুট লম্বা সাদা কুমিরের ছবি তুলে ফেলেন। সাদা কুমির সাদা বাঘের চেয়েও বিরল। এটাও সাদা বাঘের মতই একটা অপ্রকট বা রিসেসিভ জিনের বিরল প্রকাশ। সম্ভবত সুন্দরবনে এর আগে এর কোনও ছবি তোলা হয়নি। মনে করা হচ্ছে এটি ভগবৎপুর কুমির প্রকল্পের একটা এক বছরের সাদা কুমির যা এখন ১০ ফুটের সাদা কুমিরে পরিণত হয়েছে।

সুন্দরবনে এমন অপ্রকট জিনের প্রকাশ ঘটেছে কালো রঙের চিতা বেড়ালের ক্ষেত্রে। এই লেপার্ড ক্যাটদের ক্ষেত্রে কালো রঙ বা মেলানিসটিক রঙ হল রিসেসিভ জিন। গত বাঘ সুমারির সময় ক্যামেরা ট্র্যাপিংএ এদের ছবি ওঠে। অতএব সুন্দরবনের জল এবং স্থল দুজায়গাতেই প্রকৃতির বিরল খেয়ালের নিদর্শন রয়েছে।

পুলিশ পেটাল যুবনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : নো পার্কিং জোনে বাইক রাখায় বাধা দেওয়ায় এবার প্রকাশ্যে এক পুলিশ কনস্টেবলকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের এক যুবনেতা ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। গত রবিবার সন্ধ্যে ৭টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ড হারাবার থানার বাটা মোড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশকর্মীরা গুরুতর জখম অবস্থায় পুলিশ কনস্টেবল সন্দীপ সেনকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। শ্বাসকষ্ট দেখা দেওয়ায় অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে জখম পুলিশকর্মীকে। তার বুকে ও অন্ডকোষে আঘাত রয়েছে বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন। ঘটনায় অভিযুক্ত যুবনেতা পল্লব টিকাদারকে থানায় ধরে আনলে পুলিশকর্মীদের 'দেখে নেওয়ার' হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। কর্তব্যরত অবস্থায় পুলিশকর্মীকে মারধরের অভিযোগে পল্লব টিকাদারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতকে জেরা করে পুলিশ ঘটনায় যুক্ত বাকিদের খোঁজ শুরু করেছে। আজ সোমবার, ধৃত নেতাকে ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম আদালতে তোলা হবে।

ঘটনার নিন্দা করে তৃণমূলের স্থানীয় বিধায়ক দীপক হালদার বলেন, 'আইন আইনের পথে চলবে।'

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, গত মাসখানেক ধরে ডায়মন্ড হারবার শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছিল মহকুমা পুলিশ-প্রশাসন। সেই মোতাবেক বাটা মোড় থেকে নতুন পোল পর্যন্ত পুলিশকর্মীদের মোতায়েন রেখে যান চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা হচ্ছিল। ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক বরাবর এই এলাকাটি নো পার্কিং জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

পুলিশ কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, এদিন সন্ধে নাগাদ জাতীয় সড়কের ওপর একটি মোটর বাইক রাখতে যান পল্লব। সে সময় ডিউটিতে থাকা পুলিশকর্মীরা সেখানে পল্লবকে মোটর বাইক রাখতে নিষেধ করেন। কিন্তু ওই নেতা পুলিশকর্মীদের কোনও কথা শুনতে চাননি বলে অভিযোগ। তা নিয়ে পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন পল্লব।

বচসার সময় পল্লবের বেশ কিছু সাগরেদ ঘটনাস্থলে চলে আসে। এরপর ট্রাফিক কনস্টেবল সন্দীপের উপর চড়াও হয়ে প্রকাশ্যে কিল, চড়, ঘুষি মারতে থাকে অভিযুক্তরা। মারের চোটে কনস্টেবল অচৈতন্য হয়ে পড়লে রাস্তায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় তারা। জেলার এক পুলিশ কর্তা জানান, 'জখম কনস্টেবল পারুলিয়া কোস্টাল থানায় কর্মরত ছিলেন। মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে জেরা করে বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে।' কর্তব্যরত এক পুলিশ কনস্টেবলকে প্রকাশ্যে মারধরের ঘটনায় ধৃত তৃণমূলের যুব নেতা পল্লব টিকাদারকে সোমবার ডায়মন্ড হারবার এজিজেএম আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেলা হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

মহানগরে

রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে বিশ্ব শান্তি দিবসে বক্তব্য রাখছেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভানেত্রী চৈতালী দাস ও দেশবিদেশের নানা সদস্য

সাক্ষরতা অভিযানে সুবর্ণ জয়ন্তী

অরিজিৎ মন্ডল : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগের পরিচালনায় গত বুধবার কলকাতা রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গনে উদযাপিত হয়ে গেল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। অনুষ্ঠানটির সূচনা ঘটেছিল সকাল ১০টায় গান্ধিমূর্তির পাদদেশ থেকে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত এক বিশাল পদযাত্রার মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন প্রায় ১০ হাজার মানুষ। ছিল নরেন্দ্রপুর ব্লাইন্ড বয় অ্যাকাডেমি, ঠাকুরপুকুর সেভ দ্য চিল্ড্রেন, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও মাদ্রাসা শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা। ওছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সভাপতি গ্রন্থাগার প্রতিমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বদানন্দজী মহারাজ। সারা দিনই বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এগিয়ে চলে সাক্ষরতা অভিযানের কর্মসূচি। এই দ্রুততম সমাজে প্রতিটি মানুষের মধ্যে সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, সাক্ষরতার নিরিখে বাংলা অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে।

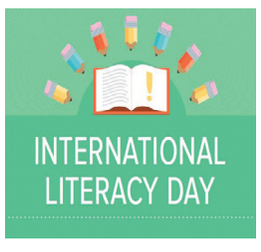

১৯টি ব্লক থেকে শ্রীজনশীল প্রতিযোগীরা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। কুলপির ব্রতচারীমন্ডলী প্রথম স্থান অধিকার করে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধী শিশুদের পাশাপাশি পুরস্কৃত করা হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৯টি ব্লকের প্রতিযোগীদেরও। সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীরা যাতে আরও বেশি করে সুযোগ সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেন। এর পাশাপাশি স্বামী সর্বদানন্দজী মহারাজ বলেন, প্রতিবন্ধী শিশুদেরও ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২৪ সেপ্টেম্বর – ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

ভোলবদলের সরণিতে মানস ভুঁইয়া

ভোলবদলের সরণিতে যুক্ত হল আরেক নাম। শ্রী মানস রঞ্জন ভুঁইয়া। যিনি কিনা আবার সেদিন পর্যন্তও দৃঢ় ছিলেন দল না ছাড়ার ব্যাপারে। কথায় কথায় যুক্তি দিতেন চিরকাল কংগ্রেস করেছি, কংগ্রেসই করব। এ ব্যাপারে নিজের পিতৃদেবকে দেওয়া বচনও উদ্ধৃত করতেন অধুনা তৃণমূলী এই চিকিৎসক নেতা। তাঁর কথায় বাবাকে কথা দিয়েছি কংগ্রেস ছাড়ব না। অথচ শেষ পর্যন্ত এই কথা আর রাখতে পারলেন না তিনি। অবশ্য তার জন্য নয়া বাহানাও খাড়া করেছেন সবংয়ের এই বর্ষীয়ান নেতা। তাঁর বক্তব্য, আজ বাবা থাকলে বলতাম যে কংগ্রেস করতাম সেই দল আর নেই। বরং তাঁর নতুন দল তৃণমূল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সাবেক কংগ্রেসী ভাবধারায় ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে এগিয়ে চলেছে। এটাই এখন মানসবাবুর অকাট্য অজুহাত। 'দুষ্টু' লোকেরা যদিও অন্য কথাই বলছে। তাদের বক্তব্য খুনের মামলা থেকে বাঁচতেই মানসবাবুর নাকি এই দলবদল। এমনকি যে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় ভুঁইয়াবাবুরা অভিযুক্ত হয়েছেন তার পরিবার পর্যন্ত এই দলবদলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। সত্যি তো ভাববার বিষয়। এই সেদিন পর্যন্ত কেউ শিবির পালটালে তাকে বা তাদের বিদ্রুপ করে নিজস্ব বাচনভঙ্গিতে 'দলবদলু' বলে অভিহিত করতেন মানস। গত বিধানসভা নির্বাচনের অব্যবহিত আগে এবং ভোট চলাকালীন তাঁর রং বদলের ছবি বিস্তর চোখে পড়েছে। সিপিএমের সঙ্গে জোট করে লড়ার ব্যাপারে তাঁর ঘোরতর আপত্তির কথা মানসবাবু দলীয় হাইকমান্ডকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এই ইস্যুতে তিনি যদি দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিতেন তাহলে বোঝা যেত আদর্শ রক্ষার্থে এই দলবদল। কারণ মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির হাত ধরার ব্যাপারে অনেক পুরনো কংগ্রেস নেতারই ছুৎমার্গ ছিল। যেমন জলপাইগুড়ির দেবপ্রসাদ রায় বা মিঠুদা। তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুসম্পর্ক সুবিদিত। তাই বলে দল ছেড়ে তিনি তৃণমূল বা অন্য কোথাও যাননি। এটাই মিঠুদার বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি বা তাঁর মতো নেতারা মর্যাদা নিয়ে রয়ে গিয়েছেন রাজনৈতিক অলিন্দে। অথচ মানসবাবু সেসময় দল তো ছাড়েননিই বরং দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে তিনি এতটাই তৃণমূল বিরোধী প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন যে অধীর–মান্নানরা পর্যন্ত চাপে পড়ে গিয়েছিলেন। নিয়ম করে প্রতিটি সভায় সূর্যকান্ত মিশ্রকে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বলে প্রচার করতেন মানস। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য সবংয়ে নিজের জয় সুনিশ্চিত করতেই নাকি মানসবাবু এই ডিগবাজি দিয়েছিলেন। সেই তিনিই আবার কোন অঙ্কে তৃণমূলে সেটাই এখন দেখার।

অমৃত কথা

যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমন্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা, চাই–সর্বদা পঞ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চৎ স্থগিত করিয়া, অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।

ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কলাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। সত্ত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তি–সঞ্চার আর কিসে হয়? অধ্যাত্ম বিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা' সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে–এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব

কয়জনের আছে যে, নির্মম হইয়া সর্বদ্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য ও মহিমাচিন্তাম নিজ শরীর পর্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়। আর এই মুষ্টিমেয় লোকের জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক, আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?

এ পেষণেরই বা কি ফল?

দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মুর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে, যেথায় ক্রুরকর্মা তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে, যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই, কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বণে, এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে, সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?

অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রোজগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?

ফেসবুক বার্তা

মাঝে মধ্যেই চোখে পড়ে পাহাড় বা অরণ্যের আস্তানা ছেড়ে ধানখেতে হাজির হচ্ছে গজরাজ। এখন এটা প্রায় রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। হাতি বিশেষজ্ঞদের অভিমত খাদ্যের টানেই বাস্তহারা হচ্ছে হস্তিকূল। ফেসবুকে এরকমই এক চিত্র ধরা পড়েছে।

স্বার্থের যুপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে নীতিবোধ, দ্রুত অপরাধের সামাজিকীকরণ ঘটছে

নির্মল গোস্বামী

যদি কেউ মনে করে যে বোম বাঁধার কাজ জানে, তাই বোম তৈরি করে, বাজারে বিক্রি করবে,। তাহলে দেশের আইন, দেশের সরকার তাকে ফাটকে পুরবে। কারণ তার বাঁধা বোমা দিয়ে কেউ মানুষ মারবে লুকিয়ে চুরিয়ে, আর ধরা পড়লে শাস্তি ও সমাজের ঘৃণা তাদের প্রাপ্য। কারণ তারা সমাজকে সুস্থ পথে চলতে বাধা দিয়েছে। তেমনি আমরা জানি যে খুন–ধর্ষণ, চিটিংবাজি ইত্যাদি ঘৃণ্য কাজ। ধরা পড়লে শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণাও তাকে সইতে হয়। সরকারি সাজা জেলখানার ভিতরে থাকা। নিয়ম ধরে খাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম সবই হয়। শুধু বাড়ির লোকের সঙ্গে সবসময় দেখা করতে পারে না। যারা আসামী তাদের প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হলেও কিছুদিন থাকতে থাকতে সব কিছু সয়ে যায়। তখন আর শাস্তি বলে মনে হয় না। কিন্তু সাজা কাটার পর সমাজের ঘৃণা তার উপর থেকে অত সহজে যায় না। সেই অপরাধের দাগটা থেকেই যায়। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে মুখ দেখানোটাই লজ্জার। তাই সামাজিক কলঙ্কের ভয়েই কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ অসামাজিক কাজ করতে পিছিয়ে যায়। দেশের আইনকে অনেক সময় ফাঁকি দেওয়া যায় বা বিপথে চালিত করা যায়। কিন্তু সমাজের চোখে সন্দেহের বাতাবরণকে সহজে দূর করা যায় না।

এই চলমান জগতে সবকিছুই সচল। কোনও কিছু এক জায়গায় স্থির থাকে না। তাই সমাজ নিজে পরিবর্তিত হতে হতেই উন্নত হয়। অনেক সামাজিক নিয়ম শিথিল হয় আবার সময়ের সাথে সাথে নতুন সামাজিক ধ্যান ধারণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু মৌলিক ধারণাটা হল অপরাধীদের ঘৃণা করা, সামাজিকভাবে বয়কট করা। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে তোমার কাজকে সমাজ অনুমোদন করে না— তবেই অন্যরা নতুন করে অপরাধ করতে ভয় পাবে। বর্তমানে আমাদের সমাজে জঘন্যতম অপরাধ দিন দিন বেড়ে চলেছে। এর কারণ হল সমাজ ক্রমশ নানা রকম চাপের কাছে

নতি স্বীকার করতে করতে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এবং নাগরিকরাও সামাজিকতার চাপ বা দায় থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে। অপরাধ করলে সামাজিক বয়কটের ভয়টা আর নেই। একটি মেয়েকে যখন ধর্ষণ করছে তখন অপরাধী ভাবে সে শুধুমাত্র ওই মেয়েটার কাছেই অপরাধ করছে। বাকি সমাজের কাছে অপরাধী নয় বা তার এই কাজে বাকি সমাজের কিছু আসে যায় না। একমাত্র যদি ধরা পড়ে তবে আইন শাস্তি দেবে। এটাই হল বাস্তব সত্য। যদি অপরাধের ফলে ব্যক্তিগতভাবে আমার ক্ষতি না হয় তবে আমি উদাসীন থাকি। আজ থেকে ৫০ বা ১০০ বছর আগে কিন্তু মানুষ এমনভাবে ভাবত না। তারা ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির থেকে সামাজিক লাভক্ষতির হিসাব কষত। ব্যক্তি হচ্ছে সমাজের একক। এই যে ব্যক্তিগত ভাবনায় ব্যক্তিস্বার্থ দেখা দিয়েছে সেই এককের পথ ধরে বহু এককের মিলিত মতামত আজ সমাজের মতামত হিসাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

যারা আমার লেখা পড়েন সেই পাঠকরা নিশ্চয়ই পড়েছেন অর্ধ–মানুষ সিকি–মানুষ তৈরি করার প্রয়াসের কথা। এক্ষেত্রেও সেই কথা খাটে। পূর্ণ মানুষ আমরা নই বলেই সমাজ আজ উদাসীন। আবার সমাজ উদাসীন বলেই অপরাধের পথে অপরাধীদের সাবলীল যাতায়াত বেড়েছে সামাজিক প্রতিরোধ নেই বলে।

আবার অপরাধকে গা সওয়া করে দিচ্ছে এক শ্রেণির সংবাদ মাধ্যম। তাদের প্রচারের দৌলতে অপরাধীরা জনমন থেকে মুছে যেতে পারছে না। অতি সম্প্রতি বাংলা ও বিহারের দুই জেলখাটা নেতা জামিন পেয়েছে। একজন ভুঁইফোর অর্থলগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে জেল খেটেছেন ২২ মাস। আর একজন খুন এবং ধর্ষণের অপরাধে ১১ বছর জেল খেটেছেন। জেলে যাতে না যেতে হয় তার জন্য আইনের যত রকমের সুযোগ সুবিধা ছিল তা সবই গ্রহণ করেছেন তারা। ২ লক্ষ, ৫ লক্ষ টাকা দামি উকিল তারা নিয়োগ করে ছিলেন। তারপর যদি জেলে থাকতে হয় তাহলে বুঝতে হবে তাদের দোষ নিশ্চয়ই কিছু ছিল। তা না হলে আইনের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থাই আর তো থাকবে না। এতো বড় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতারা যদি বিনা অপরাধে জেল খাটেন তাহলে বলতে হয় দেশের এমন আইনকে এখনই পাল্টানো প্রয়োজন। কারণ নেতা মন্ত্রীদের যদি এই হাল হয় তাহলে সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হবে। সুখের কথা কেউই দেশের আইনের পরিবর্তনের কথা বলেন নি। তাহলে যুক্তি বলছে তাদের অপরাধ ছিল। তারা অপরাধী। সেই অপরাধীদের সমাজের কাছে তুলে ধরে মিডিয়া কি বলতে চাইছে? এতো আর পরাধীন ভারতে ইংরেজ মেরে জেলে যাওয়া নয় যে দেশবাসী ফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষা করছে। জেল থেকে বের হলেই তাদের বরণ করে বীরের সম্মানে ভূষিত করবে। যদিও তাদের চেলা চামুন্ডারা সেই কাজটিই করেছে। আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী বলছেন সত্যের জয় হয়েছে। কোন সত্য? বিনা অপরাধে একটা সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী ২২ মাস জেল খাটল? এই যদি সত্য হয় তাহলে সেই কালো আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে না কেন? একজন মন্ত্রী যদি ন্যায় না পায়, তাহলে ন্যায় বিচারের প্রহসনকে কেন জিইয়ে রাখা?

আসল কথা হল ওই অপরাধ এখন আর অপরাধ নয়। তার চরিত্র পাল্টে গিয়েছে জনমানসে তথা সমাজ মননে।

আফজল গুরু দেশদ্রোহী। অথচ তার মরদেহ সমাধিস্থ করার সময় কেন ১০ হাজার লোক জড়ো হল এ প্রশ্ন একজন দেশভক্তের কাছে যেমন গুরুত্বের তেমনি জেল থেকে জামিন পাওয়া লালুর জনসভায় অত লোক কেন হবে এ প্রশ্নও তো তোলা যায়। যিনি দেশের অর্থ চুরি করেছে তিনি কি দেশপ্রেমী? তিনি নেতা, জেনে বুঝে চুরি করেছে মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে মিথ্যা কথা বলেছে তবুও তিনি সমাজে অপরাধী নন? একজন সৎ নেতা তার গলা জড়িয়ে ধরল। আবার বলা যায় মদন মিত্র জেলে থেকে অত ভোট পেল কেন? বিহারের সাহাবুদ্দিন ভোটে আবার হয়তো জিতবে। ফলে অপরাধ বর্তমানে সামাজিকীকরণ হয়ে গিয়েছে। অতি সম্প্রতি নারদ কান্ডে কলকাতা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ হল ''অর্থগ্রহণ করার সব ঘটনাই সর্বদা অপরাধ নাও হতে পারে। অপরাধ হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে আদালতকে সর্বাগ্রে নিশ্চিন্ত হতে হবে।'' (১৭–৯–২০১৬ বর্তমান) নারদ কান্ডে একটি চিত্র ছিল নেতা মুকুল রায় বলছেন টাকা এসপিকে দিতে। এবং এসপি তা হাত পেতে নিচ্ছেন। আবার কোর্টের নির্দেশে ভিডিও জাল কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে। এরপরও আদালত রাজনৈতিক নেতা আর পুলিশের অবৈধ যোগ দেখতে পাচ্ছেন না। এটাই বিস্ময়ের। যেমন বিস্ময়ের লোকসভার অতগুলো সদস্য ঘুষ নিচ্ছে দেখেও লোকসভার এথিকস কমিটির নেতা লালকৃষ্ণ আডবানি চুপ করে বসে আছেন কেন? লোকসভার সদস্য এবং কমিটির কেউই অপরাধের জন্য লজ্জিত নয়। এটাকে তারা অপরাধ বলে বোধ হয় মনেই করেন না। জনগণের থেকে একদলের জন্য ভোট চেয়ে নির্বাচিত সদস্যরা যেমন অন্যদলে যোগ দিচ্ছে তাদের নাক কান কাটা বলে গালমন্দ করা বোধ হয় সমীচিন হবে না কারণ অপরাধ বোধই বোধ হয় তাদের নেই। যে বোম বানায় সে মানুষকে মারায় পরোক্ষ মদত যোগায় তাই সে অপরাধী। আর যাদের জন্য সমাজের নিন্দনীয় কাজগুলো নীরব বৈধতা পাচ্ছে সমাজের মানুষের কাছে ফলে দিন দিন ওই ধরনের অপরাধ আরও বেড়ে যাচ্ছে। সমাজের ন্যায় বোধ পাল্টে যাচ্ছে যাদের জন্য তারা দোষী নয়? আজ বোধ হয় এ প্রশ্ন বাতুলতা, কারণ সরকারি হেলথ সেন্টারের ঘরে ৭০০ বোমা যারা মজুত করে রাখে তারা এই সমাজেরই। আবার যে পুলিশ এই ঘটনায় পাশ কাটিয়ে চলে যায় তারাও এই সমাজের। সমাজ বোধহয় বোমার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করে নিয়েছে।

বাবা–মা সন্তানকে রাখেন আয়ার কাছে, সন্তানও বাবা–মাকে রাখে বৃদ্ধাশ্রমে

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

চায়ে চুমুক দিয়ে জগা বলল, তুমি ঠিকই বলেছো দাদা, বড়দের কথাবার্তা কাজকর্মে অনেক ত্রুটি আছে, যে কারণে ছেলে মেয়েরা তাদের গুরুত্ব দিতে চায় না।

আমি বললাম, ত্রুটি মানুষমাত্রেই হয়। কিন্তু এ ত্রুটি পরিকল্পনা মাফিক। অফিস–আদালত–স্কুলকলেজ সর্বত্র খালি কথার মারপ্যাঁচ। এই ধর, বিশ্ব পরিবেশ দিবসে স্কুলকলেজের ছাত্র ছাত্রীদের হাতে একটি করে গাছের চারা ধরিয়ে দিয়ে প্রচার চালানো হয়–'একটি গাছ একটি প্রাণ'। পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, কোনও রাস্তা বা ব্রিজ তৈরির জন্য হাজার খানেক বিশাল বিশাল গাছ নিমেষে উন্নয়নের দোহাই দিয়ে কেটে ফেলা হল। এর ফলে ওই কিশোর কিশোরী বা যুবক যুবতীর কাছে সরকারি শ্লোগান– 'একটি গাছ একটি প্রাণ'–এর আর কোনও গুরুত্ব থাকল না। যদিও সরকারি নিয়ম– একটি গাছ কাটলে দুটি বা পাঁচটি গাছ লাগাতে হবে।

কিন্তু জগা তুই বিচার করে দ্যাখ, এক একটা বিশাল গাছ যে পরিমাণে অক্সিজেন দেয়, হাজার গাছ কাটলে তার ফলে যে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়, সেটা কি ওই ছোট্ট চারাগাছের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব। অনেক বছর বাদে ওই চারাগাছ হয়তো বিশাল বৃক্ষে পরিণত হবে, কিন্তু ততদিন অক্সিজেনের শূন্যতায় মানুষের যে কষ্ট দেখা দেবে, তার কি হবে?

তাছাড়া গাছের যদি প্রাণ আছে স্বীকার করি, তবে সেই প্রাণ কে বিনষ্ট করা হবে কোন আইনে? আমাদের যারা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তি তারা এইসব আইনি মারপ্যাঁচ দিয়ে, কথার জাল বুনে অন্যায়কে আইনি ন্যায় দান করেন। তাই ছোটরা বুঝে গিয়েছে বাবা–কাকাদের কথার কোনও দাম নেই।

লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মার্কিন দেশের ভ্রমণ–কাহিনী থেকে জানা যায়, সেখানে এক নাগরিকের বাড়ির পিছনে একটি বিশাল গাছ একটু কাত হয়ে ছিল। ওই নাগরিকের আশঙ্কা গাছটা যে কোনও দিন তার বাড়ির ওপর ভেঙে পড়তে পারে। তাই ওই মার্কিন নাগরিক স্থানীয় কর্পোরেশনের কাছে দাবি করেছিলেন–গাছটা কেটে ফেলা হোক। কিন্তু মার্কিন সরকার তাঁকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ওই গাছ কাটা হবে না। বরং কর্পোরেশন তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছে, আপনি অন্যত্র বাড়ি করে থাকুন। সরকার না হয় আপনাকে একখন্ড জমি দেবে।

জগা ভাবতে পারিস তুই! আমাদের দেশে এসব ভাবা যায়? এদেশে গাছ কাটাতো জলভাত। আমাদের আইনে আছে–যে কেউ তার নিজের সীমানার মধ্যে থাকা গাছকে কাটতে পারবে। অপরদিকে বিদেশের কথা ভাব, ওসব দেশে গাছ কাটলে জেল হাজত হয়। একটি গাছ, একটি প্রাণ–এই শ্লোগান ওসব দেশে মানায়। শুধু গাছ কেন, ইউরোপে কোনও পুরনো বাড়ি পর্যন্ত ভাঙচুর করা যাবে না। মেরামত করা যাবে, কিন্তু রদবদল করা চলবে না। লেখক শঙ্কর ফ্রান্স থেকে ঘুরে এসে বললেন, ওদেশে একশো বছর, বা নব্বই বছরের কোনও বাড়ি ভাঙলে তা আইনত দন্ডনীয়। ওদেশে যত পুরনো বাড়ি–তত তার মর্যাদা। অর্থাৎ নিজের পৈত্রিক বাড়ি বলে ওদেশের নাগরিক যা ইচ্ছে তা করতে পারেন না। ইংল্যান্ড, জার্মান, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান সর্বত্র আজ পরিবেশ রক্ষায় মরিয়া। তাই গাছকে ওরাই রক্ষা করতে ব্যস্ত। আর আমরা খালি ন্যাকা কান্না কাঁদি।

সন্তানরা আমাদের কৃত্রিম–ভালোবাসা বুঝতে পেরে যায়। তাই ওরা বড়দের আমল দেয় না।

জগা রে, বড়দের কান্ড–কীর্তি যদি বিশ্লেষণ করি, তবে নিজেই ভীষণ অবাক হয়ে যাই!

জগা বলল, সেটা কেমন?

এই ধর, কোনও ছেলে মেয়ে যদি স্বপ্ন দেখল যে, সে কিশোর কুমার হবে বা কুমার শানু হবে, কিংবা লতা মঙ্গেশকর হবে, অথবা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হবে, কিংবা লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হবে, ব্যস সঙ্গে সঙ্গে বড়রা তাদের সেই স্বপ্নে জল ঢালতে শুরু করে দিল। প্রথমে বাবা–মা বললেন, খোকা এখন গান–বাজনা নিয়ে এত মাতামাতি করিস না, মাধ্যমিকটা আগে পাশ কর, তারপর তোর যত ইচ্ছা গান বাজনা করিস।

যেই সন্তান মাধ্যমিক পাশ করল, ওমনি এবার ঘ্যান ঘ্যান শুরু করল–শোন, মাধ্যমিক পাশের তেমন কোনও গুরুত্ব নেই, গ্র্যাজুয়েট না হলে চাকরি পাওয়া মুস্কিল। আগে গ্র্যাজুয়েট হয়ে নে, তারপর যা মনে চায় করিস। সন্তান যদি গাঁইগুঁই করে তবে বাবা–মা বলবেন, ওরে সবাই কিশোরকুমার হয় না, সকলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হতে পারে না।

এইভাবে বাবা–মায়ের ক্রমাগত হতাশামূলক কথায় ছেলে মেয়েরা একদিন গ্র্যাজুয়েট হয়। তারপর ক্রমাগত চাকরির চেষ্টায় দিন কাটাতে কাটাতে একদিন হয়তো চাকরি জুটেও যায়। শেষে সেই সন্তানও বিয়ে করে সংসারি হয়ে তার সমস্ত স্বপ্নকে শেষ করে ফেলে। তার আর কিশোরকুমার, সৌরভ বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হয়ে ওঠা হয় না।

জগা একটু বিস্মিত হয়ে বলে, কিন্তু বাবা–মা তো ছেলে মেয়েদের গানের মাস্টার, নাচের মাস্টার আর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে, যাতে ওরা বড় হয়!

তুই যেটা দেখছিস, সেটা ওপর ওপর ব্যাপার। আসলে ছেলে মেয়ে যাতে বিপথে না যায় তার জন্য যে কোনও একটা বিষয়ে সন্তানদের জড়িয়ে রাখার চেষ্টা

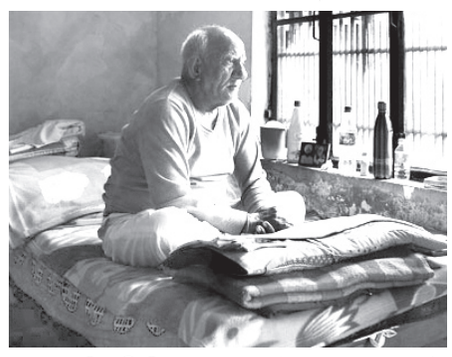

মাত্র। ব্যতিক্রমী পিতামাতা অবশ্যই আছেন। তবে সেটা লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন। বাকি সব পিতামাতাই সন্তানদের তাদের মতো জেরক্স কপি বানাতে চান।

জগা, তুই বিশ্বাস করিস হাতের পাঁচটা আঙুল সমান?

জগা অবাক হয়ে বলল, এ আবার কি কথা, হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় নাকি?

আমি হেসে বললাম, কিন্তু বাস্তবে দ্যাখ আমরা ঠিক উল্টো করি। আমরা হাতের পাঁচ আঙুল সমান করার নেশায় মেতে উঠেছি। আমরা নিজের সন্তানদের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা যোগ্যতাকে কোনও আমল দিই না। আমরা গতানুগতিক ধারায় তাদের স্কুল কলেজে ভর্তি করিয়ে দিই। আমরা বিশ্বাস করি না যে, আমাদের সন্তানদের ভেতর কোনও প্রতিভা আছে।

আমরা আমাদের মতোই সন্তানদের অযোগ্য ভাবি। কার্যত সিংহভাগ বাবা–মাই আজও সন্তানদের কেরানি মার্কা চাকরি জোটানোর উপযুক্ত হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। মানে জেরক্স কপি।

বাবা–মা ভুলে যান– লেখাপড়ায় সবাই প্রথম হয় না। কেউ ক্রিকেট খেলায় ফার্স্ট, কেউ গান–বাজনায় ফার্স্ট, কেউ ছবি আঁকায় ফার্স্ট। সন্তানদের প্রতিভা বিচার করে সেই সেই বিষয়ে তাঁকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। জগা চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে একটু ভাবালুতার সঙ্গে বলল, তুমি ঠিকই বলেছো দাদা, আমরা বড়রা এইভাবে সব ভুল চিন্তা ভাবনা প্রয়োগ করি বলে আজ সন্তানদের চোখে আমরা ক্রমাগত ছোট হয়ে যাচ্ছি। আমি বললাম, জগা তুই নচিকেতার বৃদ্ধাশ্রম গানটা শুনেছিস?

আঁতকে উঠে জগা বলল, বলো কি দাদা শুনব না আবার। গানটা যতবার শুনি ততবার চোখে জল চলে আসে।

আমি বললাম, তোর মতো আমারও কান্না আসে। কিন্তু তুই একবার ভেবে দ্যাখ, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় (সবটাই অবশ্য সীমাহীন ভোগ–সুখের কারণে) বাবা–মা সন্তানকে আয়া বা কাজের মাসির কাছে রেখে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন সারাদিন।

তুই জানিস জগা, ইদানীং অনেক শিশুই কথা শেখে দেরিতে। বয়স বেড়ে যায় অথচ নির্দিষ্ট সময়ে তারা কথা বলতে পারে না।

কেন জানিস?

–কেন দাদা?

বিজ্ঞানীরা বলেন, একজন শিশুর সামনে ২৪ ঘন্টা যদি অন্তত পঞ্চাশ হাজার শব্দের কথা চালাচালি হয়, তবে সেই শিশু কথা বলতে শেখে। নতুবা সে পিছিয়ে যায়। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর একটা প্রবন্ধে লিখেছেন, আমাদের এক কলসী জলের জন্য সমস্ত নদীকে প্রতি মুহূর্তে স্রোতস্বিনী থাকতে হয়। নতুবা এক কলসী জলও আমরা পেতাম না।

ঠিক সেইভাবে শিশুর সঙ্গে অনর্গল কথা না বললে, শিশুর কথা শিখতে অসুবিধা। তাই কাজের মাসি ছাড়া সারাদিন শিশু থাকে নিঃসঙ্গ। তাই আজকাল শিশুরা কথা শেখে দেরিতে। এটা সমাজের নতুন সমস্যা।

এইভাবে শৈশবটা সন্তানকে বাবা–মা ছাড়া কাটাতে হয়, আচ্ছা জগা, সেই একই অজুহাতে (চাকরির দোহাই দিয়ে) বা সত্যি সত্যি সমস্যার কারণে সন্তানরা যদি বাবা–মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখেন; তবে তাদের দোষ ধরা যায় কি?

আজ যদি সন্তানরা দাবি করে, তোমাদের কোনও সমস্যার কথা আমরা শুনব না। আমাদের খেলার মাঠ দাও–আমরা খেলব। গাছ চাই, গাছে উঠে দুলবো, ফুল পাড়ব, ফল ছিঁড়ব, পুকুর দাও সাঁতার কাটব, তবে কি হবে?

আজ যদি জনপ্রিয় সেই ছায়াছবি 'হারানো সুর'–এর ছবি বিশ্বাসের মতো সন্তানরা তাদের সমস্ত আকুতি নিয়ে বলে, ফিরিয়ে দাও, আমাদের সেই পনেরো বছরের শৈশব, তাহলে কি জবাব দেবেন বাপ–কাকা আর মায়েরা?

বীরভূম এক্সপ্রেস

বীরভূমে সর্পাঘাতে মৃত্যু বাড়ছে

খয়েরডিহি গ্রামে দেওয়াল পড়ে মৃত্যু মহিলার।

চন্দনপুর ও মির্জাপুরে ১৫০ জন সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেয়।

সাতোরে ড্রামভর্তি বোমা উদ্ধার হয়।

মহম্মদবাজারে মৃত বাইক আরোহী।

দাসকলগ্রামে ডাইরিয়ার প্রকোপ।

অপসারিত বোলপুর খানার আইসি প্রবীরকুমার দত্ত।

২৬ আগস্ট সাঁইথিয়া স্টেশনে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস থেকে নামতে গিয়ে মৃত কোমা গ্রামের ইন্দ্রজিত ঠাকুর।

মোলডাঙা ক্যানেলে গুলিবিদ্ধ নিখোঁজ নাসির শেখের (৪৫) মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

মহম্মদবাজার ম্যানেজারপাড়া টুরকু হাঁসদা ছাত্রাবাসে আদিবাসী ছাত্রদের স্করপি রোগ।

কীর্নাহারে পুকুরে বাস পড়ে জখম ১০ জন।

বোলপুরে ৮ লক্ষ টাকা ছিনতাই।

প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের সামনে প্রথম লাভপুর অতুলশিবমঞ্চে মঞ্চস্থ হল আড়াই ঘন্টার ধমমঙ্গল নাটক নির্দেশনায় বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী।

শিক্ষারত্ন পেল পাইকর হাইমাদ্রাসার রঞ্জন স্যার।

সালিশিসভা না মানায় গৃহবধূকে গাছে বেঁধে রাখা হয় মহম্মদবাজারে।

বাবার বকুনিতে আত্মঘাতী অভিমানী কিশোর নলহাটিতে।

ধর্ষণের অভিযোগ না তোলায় মারধর করা হয় ধর্ষিতাকে। অভিযুক্ত ধর্ষকের পরিবার লালিয়াপুর গ্রামে।

২ সেপ্টেম্বরে অবৈধ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আটক ২০ কেজি গাঁজা।গ্রামবাসীরা জমা দিল শান্তিনিকেতন থানায়।

২ সেপ্টেম্বর গলায় বটি দিয়ে আত্মঘাতী মুলুকের সরলা মুর্মু।

নোলিয়াপুরে আগুনে ভষ্মীভূত মুড়ি কারখানা।

'বেচো বল' প্রতিযোগিতায় স্পেশ্যাল অলিম্পিকে সোনা পেল দুবরাজপুর সারদা বিদ্যাপীঠের একাদশ শ্রেণির ছাত্র মৃণাল দাস

সাঁইথিয়া রেলব্রিজেই আটকে বৈদ্যুতিক লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার বাণিজ্যিক শহর সাঁইথিয়া বর্ধমান সাহেবগঞ্জ লুপ লাইন, অন্ডাল –সাঁইথিয়া রেলপথের অন্যতম জংশন স্টেশন। মালগাড়ি, এক্সপ্রেস, মেল, সুপারফার্স্ট, লোকাল ট্রেন যাতায়াত করে সাঁইথিয়া স্টেশনের উপর দিয়ে। এখনও চালু হয়নি বৈদ্যুতিক লাইন। যার নেপথ্যে রয়েছে সাঁইথিয়া রেলব্রিজ। পুরসভা ও রেলের দ্বন্দ্বেই আটকে বৈদ্যুতিক লাইন। এক জেলাবাসীর অভিযোগ অন্ডাল থেকে চিনপাই হয়ে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইনে কেবলমাত্র মালগাড়ি চালানো হয়। বৈদ্যুতিক লাইন চালু না হওয়ায় মার খাচ্ছে উত্তরবঙ্গের ট্রেন।

অন্য দিকে বৈদ্যুতিক লাইন না হওয়ায় বাধ্য হয়ে কলকাতা আসানসোল, পুরুলিয়া, বর্ধমান বাসে যেতে বাধ্য হচ্ছে যাত্রীদের। কচুজোড়, ভীমগড়, পাঁচড়া, কুনুচী, কাজোড়া, চিনপাই স্টেশনগুলি থেকে ময়ূরাক্ষী ফার্স্ট এক্সপ্রেস ছাড়া হাওড়ামুখী ময়ূরাক্ষী ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার এবং রামপুরহাটগামী লোকাল ট্রেনে উপচে পড়ে ভিড়।দীর্ঘদিনের দাবি সত্ত্বেওক ময়ূরাক্ষী বা রামপুরহাটে লোকালে বাড়েনি কামরা।প্রতি বছর রেল বাজেট আসে আর যায়। কিন্তু এই নিয়ে কেউ ভাবে না।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সাফল্যের সেঞ্চুরিতে ফ্রি কোচিং সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : শিক্ষা যে মূল্যের অনেক উর্দ্ধে তারই এক প্রমাণ জাতুয়া ইনস্টিটিউশন। শুনে অবাক হতে হয় মাত্র ১৭০ টাকা দিয়ে জাতুয়া ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে এক বছর ধরে প্রাইমারি ও আপার প্রাইমারি কোচিং নিয়ে চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সাফল্যের মুখ দেখল শতাধিক ছাত্রছাত্রী। প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর আবদুল্লাহ জাতুয়া বলেন, 'মূলত গরিব ছাত্রছাত্রীর কথা মাথায় রেখে ২০১০ সালে আমি এই ফ্রি কোচিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করি, মাত্র কয়েক বছরে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় কোচিং নিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অফিসে চাকরি করছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই জাতুয়া ইনস্টিটিউটই একমাত্র সম্পূর্ণ বিনা খরচে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার কোচিং দিয়ে চলেছে। এমনকি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ফ্রি কোচিং স্কিমের অধীনে প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীকে স্কলারশিপ প্রদান করা হয়'। তিনি আরও বলেন, সমস্ত টেট উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীকে নিয়োগ প্রক্রিয়ার আগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ইনস্টিটিউশনের ছাত্রী রুকসানা জানালেন আর্থিক দুর্বল পরিবার থেকে আমি এসে কোচিং নিয়ে সফলতার মুখ দেখেছি।' ইনস্টিটিউশনের সর্বোচ্চ নাম্বার প্রাপ্ত তৌহিদ বলেন, দুবছর আগে জাতুয়া ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়ার পর মনোবল ফিরে পাই এবং ন–নটি পরীক্ষায় সফল হই। উক্ত প্রতিষ্ঠানে মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রাইমারি টেট ২০১৫–তে ১১২ জন ও আপার প্রাইমারি টেট ২০১৫–তে ৮৭ জন উত্তীর্ণ হয়। ইনস্টিটিউশনের সফলতা নিয়ে সাড়া পড়ে যায় সারা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুড়ে। পরবর্তী পরীক্ষার প্রস্তুতি কোচিং এর জন্য রীতিমতো ভীড় জমায় ছাত্রছাত্রীরা। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর থেকে ইনস্টিটিউশনের শিক্ষকদের প্রতিবেদন থেকে উঠে আসে বিভিন্ন পরীক্ষার সঠিক মূল্যায়ন। যা বাস্তবায়িত হলে জাতুয়া ইনস্টিটিউশনের স্থান থাকবে সবার উপরে। ডব্লুবিসিএস পাশ করা ছাত্র ইমরান হোসেন বলেন, ফ্রি কোচিং সেন্টার শুনে অবজ্ঞা করে কয়েকটি ক্লাস, পাশ করার পর মনোবল পাই। হাত কামড়াতে থাকি দেরিতে ভর্তি হওয়ার জন্য। আপনাদের ইনস্টিটিশনের বিজ্ঞাপন নেই কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ইনস্টিটিউশনের কো–অর্ডিনেটর দীপিকা মুখোপাধ্যায় মুচকি হেসে বলেন, বিজ্ঞাপন দিলে আপনাদের বসতে দিতাম কোথায়?

নেতার দেহ উদ্ধার

বিশেষ সংবাদদাতা : বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা নাগাদ পুলিশ খবর পেয়ে ক্যানিং–এর টফি টুরিস্ট লজ থেকে এক মৃত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে। মৃত ব্যক্তির নাম খালেক মোল্লা (৪৮)। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির লাউখালি গ্রামের বাসিন্দা খালেক মোল্লা এলাকার বিশেষে পরিচিত টিএমসি নেতা। বুধবার রাতে স্থানীয় এক মহিলা ছকিনা বিবির সাথে ক্যানিং–এর হোটেলে ওঠেন।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে খালেক মোল্লা। কিন্তু প্রতিবেশি স্থানীয়রা একথা মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি খালেক মোল্লাকে চক্রান্ত করে মারা হয়েছে। পুলিশ ছাকিনা বিবিকে আটক করেছে। এদিন ক্যানিং থানায় খালেক বাবুর মৃতদেহ দেখতে হাজার হাজার লোক হাজির হন।

রেলযাত্রীদের চরম দুর্ভোগ : নির্বিকার সরকার

সব্যসাচী সান্যাল

শিয়ালদহ–কৃষ্ণনগর মেন লাইনের প্রান্তিক স্টেশন কৃষ্ণনগর। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামাঙ্কিত এই শহরের এক গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মভূমিও বটে। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণীর আশ্চর্য করা ভাস্কর্যের কথা কে না জানে? মূলত এটি একটি কৃষি ভিত্তিক শহর। কৃষির নানা উপকরণ কেনার জন্য জেলার অন্যান্য কৃষি প্রধান এলাকাগুলি থেকে প্রতিনিয়ত কৃষকেরা এই শহরে আসেন। নদিয়া জেলার সদর শহর হওয়াতে কৃষ্ণনগরের আলাদা গুরুত্ব আছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত যেমন কল্যাণী, চাকদহ, রানাঘাট এমনকি কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর ও তার আশে পাশের নানা স্কুলে অনেকে শিক্ষকতা করতে আসেন। শহরে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নানা দপ্তর,ব্যাঙ্ক,এলআইসি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কর্মসূত্রে অনেককে অবর্ণনীয় ভিড়ের মধ্যে যাতায়াত করতে হয়। কৃষ্ণনগর–কল্যাণীর মাঝপথের স্টেশনগুলি স্কুলপড়ুয়া থেকে শুরু করে নানা কাজে যাওয়া লোকজন কসরৎ করে ট্রেনে ওঠার কায়দা রপ্ত করে নিয়েছেন। সবাই জানে এ ছাড়া কিছুই করারও নেই। এর মধ্যে শুক্রবার যেদিন চাকদায় হাট থাকে সেদিন চাকদহ স্টেশন থেকে ওঠানামা করার ব্যাপারে আতঙ্কে থাকতে হয়। নিত্য যাত্রীদের শিয়ালদহ ডিভিশন্যাল অফিসে নানা দাবি পেশ করার মতো সেরকম জোরদার কোনও সংগঠন নেই। উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের যাত্রী স্বচ্ছন্দের ব্যাপারে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। মাঝে মধ্যে যখন কোনও নতুন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আসেন লোকাল ট্রেনে উঠে (মিডিয়ার প্রচারের আলোতে থাকার) যাত্রীদের নানা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায় তাদের। যা অবশ্য পরবর্তীকালে কোনও কার্যকারী পদক্ষেপে পরিণত হয় না।

জেলার বিভিন্ন প্রান্ত যেমন করিমপুর, নাজিরপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর শহরের আশেপাশের অঞ্চল থেকে খুব ভোরে ট্রেন ধরতে অনেকে স্টেশনে আসেন। সকালের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ট্রেনের কথায় আসা যাক। নিত্য অফিস যাত্রী এবং কলকাতায় যারা নানা কাজের সূত্রে যান তাদের জন্য এই ট্রেন কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে সকাল ৭–১০ মিনিটে ছাড়ে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে। মুম্বই শহরতলিতে দিনের ব্যস্ত সময়ে একই দূরত্ব যেখানে মাত্র দেড় ঘন্টায় যাওয়া যায় সেখানে এই ট্রেনে সময় লাগে প্রায় আড়াই ঘন্টা। একইভাবে বিকালে বাড়ি ফেরার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন হল বেলা ৪–১৫ মিনিটের কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর

লোকাল। একটা সময় ছিল যখন দেশলাই কাঠি, রুমাল, ছাতা,ব্যাগ প্রভৃতি দিয়ে কামরায় জায়গা রাখার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু কয়েক বছরে যাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে বলে সে সব আর দেখা যায় না। যাত্রা পথের কয়েকটি স্টেশন যেমন পলতা, ইছাপুর, শ্যামনগর, জগদ্দল,কাঁকিনাড়া স্টেশনগুলিতে যদি এই বিকেলের কৃষ্ণনগর লোকাল না দাঁড়াত তা হলে ট্রেনের চলমান সময় বেশ কিছুটা বাঁচত ও পাশাপাশি ভিড় কিছুটা কম হতে পারত। মুম্বই শহরতলির মতো ধীরগতি এবং দ্রুতগতিতে যাওয়ার আলাদা লাইন তৈরি করার এখনই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যাতে দম বন্ধ করা অসহ্য অবস্থায় যাতায়াত করা যাত্রীদের একটু স্বাচ্ছন্দ দেওয়া যায়। অন্তর্বর্তী স্টেশন দমদম থেকে যারা কৃষ্ণনগর লোকালে ওঠেন তাদের রীতিমতো লড়াই সংগ্রাম করে বাদুরঝোলা অবস্থায় ট্রেনে উঠতে হয়। অথচ কয়েকটা স্টেশনকে যদি গ্যালপিং করে দেওয়া যায় তা হলে কৃষ্ণনগর ট্রেনে যাতায়তকারীদের কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে।

দীর্ঘ দিন লাইন রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা, সঠিক পরিকল্পনার অভাব এই সব বিষয় নিয়ে রেল মন্ত্রকের কাছে কোনদিনও সেভাবে দরবার করেনি কেউ। অথচ এই রাজ্য থেকে অতীতে যিনিই রেলমন্ত্রী হয়েছেন তিনি অনেক প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণনগরের ট্রেন যাত্রীর কথা সেভাবে ভাবেন নি। যাত্রীদের এই দুরবস্থা বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে। শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় এখন প্রায় সব ১২ বগি হয়ে যাওয়ায় রেল যাত্রী দের সমস্যা কিছুটা কমেছে। কিন্তু কৃষ্ণনগর–শিয়ালদহ লোকাল ট্রেনে ব্যস্ত সময়ে যাতায়াত করার জন্য আজও বেশির ভাগ ট্রেন ৯ বগিই থেকে গিয়েছে। যুক্তি থাকতে পারে শিয়ালদহ স্টেশনে পর্যাপ্ত প্ল্যাটর্ফম না থাকায় ১২ বগির ট্রেন চালানো সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু এই দায় রেলযাত্রীরা কেন নেবে? এই নরক যন্ত্রণা দূর করার জন্য রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কি কোনও নির্দিষ্ট ভাবনা থাকবে না যেহেতু তাঁরা এই সমস্যার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত নন। এই রাজ্যে শিয়ালদহ স্টেশনে কয়েকটা নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি বা পুরনো প্ল্যাটফর্মের সংস্কার, পর্যাপ্ত সংখ্যায় নতুন কামরার ব্যবস্থা করে সময় সরণী পাল্টে কৃষ্ণনগর এবং নৈহাটির মধ্যে ট্রেন চালানো এখন ভীষণ ভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যেখানে ১৫০০০ হাজার কোটি টাকা খরচ করে অন্য রাজ্যে বুলেট ট্রেন চালানোর বিলাসিতা দেখানো হচ্ছে সেখানে সুষ্ঠ পরিকল্পনা এবং লাইন রক্ষণাবেক্ষণ বা নতুন ট্রেন চালানোর জন্য রেল বাজেটের বার্ষিক বরাদ্দে কয়েক হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনা থাকলেই তো দিব্যি নৈহাটি থেকে কৃষ্ণনগর অধিক সংখ্যার ট্রেন চালিয়ে রেল যাত্রায় বয়স্ক যাত্রীদের কিছুটা কষ্টের লাঘব হতে পারে। কৃষ্ণনগরে দুজন সাংসদ এবং বিধানসভায় বেশ কিছু সদস্য থাকা সত্ত্বেও এই দীর্ঘ দিনের সমস্যা নিয়ে সেরকম কোনও সংগঠিত চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে বলে মনে হয় না।

লায়ন্স ক্লাবের শিক্ষক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন সমাজ কল্যাণকর কাজের পাশাপাশি লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা কেয়ার শিক্ষক দিবস পালন করে বড়িশা শশিভূষণ জনকল্যাণ বিদ্যাপিঠে। এইদিন বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক মনস্তত্ত্ব আলোচনা ও শিক্ষকদের সম্বর্ধনার মাধ্যমে এই দিনটিকে পালন করেন ক্লাবের সদস্যরা। এলাকার প্রবীন ও আদর্শবান যে সকল শিক্ষককে সম্বর্ধনা জানানো হয় তাঁরা হলেন কবি অধ্যাপক পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু বারিক, প্রীতিকান্ত দে সরকার, সীতাংশু চক্রবর্তী, সুদীপ গোস্বামী, অনিতা চন্দ্র, পন্থা তরফদার, ড. অন্নপূর্ণা ওঝা, কাবেরি ঘোষাল, সংযুক্তা বিশ্বাস, শ্যামলী চন্দ্র প্রমুখ। এছাড়াও বিশিষ্ট সমাজকর্মী সর্বশ্রী দেবাশিস চ্যাটার্জি, মনোজ মেরহোত্রা ও অনিতা দাসকেও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। আদর্শ শিক্ষকই শিক্ষাকে অর্থবহতা দেন শীর্ষক এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তিন জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। প্রাক্তন রেজিস্ট্রার(ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়) সুব্রত দেব, প্রাক্তন রেজিস্ট্রার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) রজত বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম অসিত ঘোষ। অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন সংস্থার সভাপতি আত্রেয়ী দত্ত। এছাড়া তিনি নৃত্যেও অংশ গ্রহণ করেন। সঙ্গীতে সুপর্ণা দত্ত সকলের মন জয় করেন। এছাড়া আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন দীপ্তেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবিতা পাঠে অংশ নেন সর্বশ্রী বৃন্দাবন দাস, প্রদীপ দে, বিকাশ ভট্টাচার্য, ফুল্লরা ধর। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শুভেন্দু বারিক। কনকবল্লভ সাহার ধন্যবাদ জ্ঞাপনে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

যুদ্ধ–যুদ্ধ দামামা

প্রথম পাতার পর

এরপর সেদিন হয়তো খুব দূরে নেই যেদিন পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে দেবে রাষ্ট্রপুঞ্জ।

সাম্প্রতিক উরির ঘটনা যেন নতুন করে এদেশে কার্গিল যুদ্ধের আবহ মনে করাচ্ছে। এই প্রসঙ্গ টেনেই কিছু বিদেশি আদর্শ ধার করা রাজনৈতিক দল এবং 'তথাকথিত' জাতীয়তাবাদী শক্তি বলে পরিচিত পরিবারতান্ত্রিক দল দেশে যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি করার জন্য বিজেপি সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেই অতি ব্যস্ত। এর জন্য দেশ বিরোধী জিগির তুলতেও তারা পিছপা নয়। কি অদ্ভুত এদের রাজনৈতিক দর্শন। নিজেদের সেনারা দেশমাতৃকার অতন্দ্র পাহারায় বলিদান দিচ্ছেন, অথচ এইসব ভুঁইফোঁড় 'গায়ে মানে না আপনি মোড়ল' নেতারা বিরোধিতার করার অছিলায় দেশকে তুলে দিচ্ছে হাঁড়িকাঠে। অবশ্য এইরকম উদাহরণ এর আগেও ভুরি ভুরি রয়েছে। ষাটের দশকের একেবারে গোড়ায় চিন যখন ভারত আক্রমণ করল তখন এখানকার বুদ্ধিজীবী কম্যুনিস্ট নেতারা ভারত সরকারকে দুষেছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, ভারত নাকি অযথা চিনের ওপর আক্রমণ করেছে। এমনকি এক কদম এগিয়ে, 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' বলে তখন কমরেডরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। ভাবখানা এমন দেশ উচ্ছন্নে যাক। আমাদের রাজনৈতিক ভাবধারা তো ছড়িয়ে যাক দেশের অভ্যন্তরে। যদিও পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছে এদেশের অধিকাংশ মানুষই কম্যুনিস্টদের এই অতিবিপ্লবী মনোভাবকে মেনে নেননি, থেকেছেন জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তির সঙ্গে। স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে অধিকাংশ সময় দেশের শাসন ভার হাতে থাকা কংগ্রেসের রাজনৈতিক দর্শনও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়দের নীতির সঙ্গে মেলে না। আসলে সময়ের প্রবাহের সঙ্গে কংগ্রেস পরিণত হয়েছে একটি পরিবারতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলে। আনুষ্ঠানিকভাবে সেই কংগ্রেসের সঙ্গে 'আই' বা ইন্দিরা তকমাও জুড়ে গিয়েছে। ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে এই বদলে যাওয়া দলটি আবার এক অভিনব পাঁচমিশেলি রাজনৈতিক বাতাবরণ গড়ে তুলেছে। যাতে ভালোমতো সংযুক্ত হয়েছিল পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক রুশ কালচার। দুঃখের কথা পন্ডিতজি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অব্যবহিত পর থেকে এই রুশ মডেলের অনুকরণ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। ভারতের এই দৈন্যতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্রমে বিশ্ব জুড়ে ছড়ি ঘোরাতে থেকেছে আরও এক কম্যুনিস্ট দেশ চিন। একদিকে রাশিয়া ঘেঁষা কংগ্রেস এবং অপরদিকে চিনদরদী বামদলের প্রেক্ষিতে ক্রমশই এদেশ থেকে হারিয়ে গিয়েছে সনাতন জাতীয়তাবাদ। এর মধ্যে ব্যতিক্রম যে একেবারেই ঘটেনি তা নয়। পাকিস্তানের অতি বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণপণ সাহায্য করেছিল ভারত। বস্তুত বাংলাদেশ যে স্বাধীনতা লাভ করেছে তা ভারতেরই সৌজন্যে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রশংসা সে জন্য করতেই হবে। তাও ভারতের ওপর রাশিয়ার ভাবধারা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য কম্যুনিস্টদের মতোই এক সরণিতে চলে আসবে জাতীয় কংগ্রেসও।

এই জায়গা থেকেই বিজেপি নিয়ে এসেছে এক অন্য ধরণের পটভূমিকা। যা রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দের আধ্যাত্মবাদ এবং সুভাষচন্দ্র–শ্যামাপ্রসাদদের দেশপ্রেমকে সামনে রেখে এগনোর কথা বলে। এই প্রকৃত জাতীয়বাদের সঙ্গেই এখন কার্যত লড়াই বেধেছে মেকি জাতীয়তাবাদের। একদিকে সমগ্র দেশ জুড়ে আওয়াজ উঠছে পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার। প্রধানমন্ত্রী মোদিও ওয়াররুমে বসে রীতিমতো রণকৌশল তৈরি করছেন। অন্যদিকে মেকি জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীরা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলছেন যুদ্ধ–যুদ্ধ চিত্রনাট্য তৈরি করার। কাশ্মীরের মাটিতে যখন সেনাদের ওপর নিয়ম করে হামলা চালাচ্ছে পাক মদতপুষ্ট উগ্রবাদীরা তখন এরা মুখে কুলুপ আঁটছেন। জাতীয়তাবাদের বোরখাটা খুলে তাদের কুৎসিত রাজনৈতিক দর্শনটা যে বেআব্রু হয়ে যাচ্ছে সেদিকে বোধহয় তাদের কোনও খেয়াল নেই।

পোলিও

আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর, রবিবার পালস পোলিও দিবসে পিতা–মাতা ও অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে ০–৫ বছর পর্যন্ত সমস্ত শিশুকে টিকা খাওয়ানোর জন্য নিকটবর্তী বুথে ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিয়ে আসুন

পুলিশি ব্যবস্থা

প্রথম পাতার পর

আসন্ন শারদোৎসব এবং মহরম এই দুটো উৎসবকে শান্তিপূর্ণ করার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পরপর

মিটিং করা হচ্ছে ক্লাব সংগঠনের কর্মকর্তাদের নিয়ে। সর্বত্র মানুষের সাথে যোগাযোগ রেখে চলার আবেদন জানানো হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, ৫০টি ক্লাবকে সরকারি অনুদান দেওয়া হবে এই জেলায়। সেই অনুদান দেওয়া হচ্ছে পুলিশের মাধ্যমেই।'

সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়ে ভাস্করবাবু বলেন, 'সীমান্ত নজরদারির কাজ তো বিএসএফের। এ সত্ত্বেও প্রচুর অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উৎসবের দিনগুলোতে বিশেষ জায়গাগুলোতে পুলিশ পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উর্দিধারী পুলিশের পাশাপাশি থাকছে প্রচুর সাদা পোশাকের পুলিশ ও মহিলা পুলিশ। থাকছে ভ্রাম্যমান পুলিশি টহলদারিও।' রোড সাইড রোমিওদের ধরার জন্যে বেশ কিছু মহিলা পুলিশকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। উল্লেখ্য, ভাস্করবাবু এই জেলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ)–এর দায়িত্বে ছিলেন বেশ কয়েক বছর। তারপর এসপি পদে উন্নীত হয়ে যান নদিয়া জেলায়। সেখান থেকে সিআইএফ ও কলকাতা পুলিশ হয়ে সম্প্রতি এই জেলার এসপি হয়ে আসেন। ফলে এই জেলাকে তিনি প্রায় হাতের তালুর মতো চেনেন। এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন 'স্পর্শকাতর এলাকা বলে আলাদা কিছু নেই আমার কাছে। আমি ট্র্যাডিশনাল পুলিশিং–এ বিশ্বাস করি। মানুষের সাথে যোগাযোগ রেখে সেটাই ঠিকভাবে করতে চাইছি।'

উৎসবের আইন জানাতে সভা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার, সোনারপুর : শারদ উৎসবের মাত্র কয়েক দিন বাকি। এরপর মহরম ও কালী পুজো। সোনারপুরের পুজো কমিটিগুলি সব দিক থেকে যাতে উৎসবের দিনগুলোকে আনন্দমুখর করে তুলতে পারে সেই কারণে সম্প্রতি যাবতীয় নিয়ম কানুন জানাতে পুজো সংগঠকদের আহ্বান করেছিলেন সোনারপুর থানার আধিকারিক পরেশ রায়। উপস্থিত ছিলেন সোনারপুরের দুই বিধায়ক। উত্তরের ফিরদৌসী বেগম ও দক্ষিণের জীবন মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তরুণ মন্ডল, বিডিও সুমন মজুমদার, রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস, এসডিপিও অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব নেতা সঞ্জীব সরকার (পিঙ্কু), বারুইপুরের দমকলের আধিকারিক গৌতম গায়েন ও রাজপুর বিদ্যুৎ পর্ষদের আধিকারিক, বেশ কিছু কাউন্সিলর। সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা ও অগ্নিকান্ডের উপরে। এছাড়াও জানানো হয় প্রবেশ বাহির গেটের চওড়া হবে ১২ ফুট। উচ্চতা হবে ১৪ ফুট। ৪০ ফুটের বেশি বাঁশ বাঁধা যাবে না পুজো প্যান্ডেলে। শর্ট সার্কিট এড়াতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ইলেকট্রিশিয়ান বা কনট্রাক্টরকে দিয়ে কাজ করাতে হবে। মন্ডপ পাহারা দেওয়ার জন্য রাখতে হবে ২৪ ঘন্টার পাহারাদার। বারুইপুরের এসডিপিও বলেন প্রত্যেক পুজো মন্ডপে সিসি ক্যামেরা বসাতে হবে। চেয়ারম্যান বলেন প্রতি বছরের মতন রাজপুর শ্মশানের ঘাটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা হবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বিশেষ করে প্লাসটিকের ক্যারি ব্যাগ বর্জন করার কথা বলেন তিনি। এরপর শুরু হল বিভিন্ন পুজো সংগঠকদের অভিযোগের পালা। এক ক্লাবকর্তা বলেন প্রতি বছর বড় বড় পুজো গুলো পুরস্কার পায়।

আমাদের অনুরোধ মাঝারি ও ছোট পুজোগুলো যেন সান্ত্বনা পুরস্কার পায়। বেশিরভাগ ক্লাব অভিযোগ করে বলেন, রাস্তাঘাটগুলো একেবারে ভাঙাচোরা হয়ে রয়েছে। ঠাকুর আনা যায় না। এছাড়াও তারা দাবি তোলেন ব্যবস্থা আরও বাড়াতে হবে। রাত ৯–৩০ পর ট্রাফিক পুলিশ বা থানার অফিসার অথবা সিভিক ভলেন্টিয়ারেরা কেউই থাকেন না। উত্তরে পরেশবাবু বলেন রাস্তাঘাটের দায়িত্ব নেবেন পুরসভার চেয়ারম্যান। আমি নেব পুলিশের দায়িত্ব। এবারে বিসর্জনে থাকবে প্রফেশন্যাল শ্রমিক। ভিড় এড়াতে এবার প্রতিমা বিসর্জন হবে। সময়ের ব্যবধানে। পুজো কর্মকর্তাদের মধ্যে ৪ জনকে অনুমতি দেওয়া হবে ঘাটে থাকার জন্য।

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, NIT NO–39, 30, 31, 32, 33, 34/Kul/s24Pgs/2016 Dated–16.09.2016 এবং NIT NO–35, 36, 37, 38, 39, 40/Kul/s24Pgs/2016 Dated 19.09.2016 তে মোট 21টি tube well, একটি concrete road, একটি double soling road এবং 2টি Boundary wall নির্মাণের জন্য Tender ডাকা হয়েছে, উক্ত Tender Memo No. এর জন্য 26.09.2016 তারিখ বেলা 4–00টা পর্যন্ত শেষ সময় সীমা ধার্য করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে বিশদ জানতে নির্বাহী আধিকারিক, কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতিতে যোগাযোগ করুন।

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

পায়ে পায়ে–পাড়ায় পাড়ায়

বর্ষার মেঘের সঙ্গে তীব্র লড়াই করতে করতে যখন শরতের মেঘ উঁকিঝুঁকি দেয় নীল আকাশে তখনই দূষণের শহরের আনাচে কানাচে কাশফুল মাথা দোলায় ধুলো গায়ে। তবু তার সৌন্দর্যে ছাতিম শিউলি ভোর রাতে সুগন্ধের সঙ্গে দেবী বন্দনার আগমনীর জানান দেয়। শুধু হয় বাঙালির সেরা উৎসবের প্রস্তুতির মহাযজ্ঞ। সেই প্রস্তুতির নানা আঙ্গিক, শৈল্পিক দিক, প্রতিমার বিবরণ, নানা পুজা মণ্ডপ ঘুরে তুলে আনলেন প্রিয়ম গুহ ও পার্থসারথি গুহ।

নাকতলা উদয়ন ৩০তম বর্ষ
বিষয় ভাবনা – অন্তঃসার

তাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি দ্রষ্টা, তাঁকে শোনা যায় না, কিন্তু তিনি সর্বশ্রোতা, তাঁকে ছোঁয়া যায় না, কিন্তু তাঁর স্পর্শ সর্বদা আমাদের সমৃদ্ধ করে। এই অন্তর্যামী যাঁকে অনুভব করা যায় তাঁর আকার কি রকম তা সারা বিশ্বে কেউ জানে না। নাকতলা উদয়নে শিল্পী সুশান্ত পাল তার ভাবনায় এই মহাশক্তিকে তুলে ধরবেন। মন্ডপে দেবী দুর্গা সহ অন্যান্যরা ধ্যানস্থ অবস্থায় পূজিত হবেন। মল্লার ঘোষের আবহ ও দীনেশ পোদ্দারের আলোক দর্শককে এই অন্তঃসারের কাছে পৌঁছে দেবে।

মুদিয়ালি ৮২তম বর্ষ
বিষয় ভাবনা – রাজস্থানী শিল্প

রাজস্থানকে আমরা কেল্লা, রাজবাড়ি এই সবের মাধ্যমেই চিনি। আর এই সব স্থপতিতে নতুন মাত্রা এনে দেয় রাজস্থানী শিল্প। সেইরকমই তিনটি শিল্পের সমন্বয়ে সেজে উঠছে মুদিয়ালির মন্ডপ। শুভদিপ মজুমদার এবং সায়নী মজুমদারের হাত ধরে। প্রথমে দর্শক চাক্ষুষ করেবন রত্ন বা জেমস পেন্টিং। দ্বিতীয়ত থাকছে মিনেকারি চৌকি এবং তৃতীয়ত ফার চিত্র কড়ি। যেখানে ফুটে উঠবে দেবী দুর্গা ও শিব রাজা রাণীর বেশে। এছাড়াও রাজস্থানের মূল আকর্ষণ ময়ূর। এই ময়ূর ফার চিত্র কড়ির মধ্যে ফুটে উঠবে। অর্থাৎ একটুকরো রাজস্থান দর্শককে উপহার দিতে চলেছে মুদিয়ালি। থিমের ভিড়ে না থেকেও প্রতিবারের মতো এবারেও তাক লাগাবে মুদিয়ালি।

একডালিয়া ৭৪তম বর্ষ
বিষয় ভাবনা–মাদুরাইয়ের মিনাক্ষী মন্দির

সাবেকি পুজোয় মাত করে একডালিয়া। এবারের মূল আকর্ষণ দক্ষিণ ভারতের মাদুরাইয়ের মিনাক্ষী মন্দির। এই মন্দিরের বিখ্যাত কারুকার্য ফুটে উঠবে শিল্পীর মুন্সিয়ানায়। সাবেকি মা দুর্গা বিরাজ করবেন এখানে। পরম্পরা ভিত্তিক ঝাড়লণ্ঠন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে এবারেও আনা হচ্ছে দর্শকদের মন কাড়তে। বাচ্চাদের প্রিয় মিমো কার্টুনের আলোকসজ্জা উজ্জ্বল করবে পুজো প্রাঙ্গনে।

সিংহি পার্ক ৭৫ তম বর্ষ
বিষয় ভাবনা – আম্বাজি মন্দির

পশ্চিম ভারতের গুজরাতের আম্বাজি মন্দির হল সতীর একান্নপীঠের একটি। এই বিশেষ বছরে সিংহি পার্ক এই মন্দিরই ফুটিয়ে তুলছে। গুজরাতের নবরাত্রিতে যে বিশেষ আলো তাঁরা ব্যবহার করেন সেই আলোই মন্ডপ আলোকিত করবে। এছাড়া থাকছে কৃষ্ণনগরের আলোকসজ্জা।

বোসপুকুর শীতলামন্দির
বিষয় ভাবনা : শিব–পার্বতীর বিয়ে

যারা এতদিন বিয়ে করেন নি, বা হয়তো বিয়ের ফুরসৎ পান নি, তারা কিন্তু এবার হঠাৎ করেই সাতপাকে বাঁধা পরতে পারেন। আর সেই বিয়ের পরিপূর্ণতা নিতে হলে এবার পুজোয় আপনাকে বা আপনাদের আসতেই হবে বোসপুকুর শীতলা মন্দির প্রাঙ্গনে। হ্যাঁ, পুরোপুরি বৈবাহিক সাজ–সরঞ্জাম দিয়ে সেজে উঠছে বোসপুকর শীতলা মন্দিরের দুর্গাপুজো। কি নেই তাতে, দেবী দুর্গা থেকে তাঁর সন্তানসন্ততিরা যেমন পৃথক পৃথক গাছ কৌটায় অধিষ্ঠান করছেন তেমনই বরের বিশালাকার মুকুট, কনের পেল্লাই মুকুট, কাজললতা, বিয়ের নানাবিধ অলঙ্কার সহ বিয়ের উপাচারে ব্যবহৃত নানা দ্রব্যাদি শোভা পাবে এখানকার পুজোয়। পুজো কর্তা কাজল সরকার জানালেন, হরপার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল যে ত্রিযোগী নারায়ণ মন্দিরে তার আদলও প্রকাশ পাবে এখানে। এমনকী এই উদ্যোক্তার আরও সংযোজন শিব–দুর্গার বিয়ের দুটি সিকোয়েন্সও উত্থাপিত হতে চলেছে এবার। থিমের মূল ভাবনায় গোবিন্দ গিরি এবং প্রতিমা শিল্পী সৌমেন পাল।

বাদামতলা আষাঢ় সংঘ
বিষয় ভাবনা : রাশিচক্র

শিল্পী অনির্বাণ বাতামতলা আষাঢ় সংঘে ফুটিয়ে তুলছেন রাশি চক্র। যেখানে মন্ডপ সেজে উঠছে ইটের টুকরো দিয়ে। সমগ্র মন্ডপটিতে ইটের টুকরোর আবহে ফুটে উঠছে মহাকাশের এক অনন্য ভাবনা। আঞ্চাতিকতার নানান দিকের উপকরণ যে হয়ে উঠতে পারে ইটের টুকরো তা এখানে না আসলে উপলব্ধি করা যাবে না।

৬৬ পল্লী ৬৬তম বর্ষ
বিষয় ভাবনা : তিলোত্তমা রেখায় রেখায়

৬৬ পল্লীর মন্ডপে ঢুকলেই দর্শকরা ফিরে পাবেন পুরনো কলকাতাকে। শিল্পী পূর্ণেন্দু দের তুলির টানে পুরনো দিনের দুর্গা দালান, পুরনো বাড়ি এবং পুরনো কলকাতার নস্টালজিক দৃশ্য দর্শকদের নস্টালজিয়ায় পৌঁছে দেবে। চেনা শহর যে পুরনো কথাও বলতে পারে তা দেখবে নতুন প্রজন্ম।

নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট ক্লাব (গঙ্গার ঘাট)
বিষয় ভাবনা : ঘন্টেশ্বরী

বিগত কয়েক বছর ধরেই নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট ক্লাবের সদস্যরা নিজেদের হাতে তৈরি প্যান্ডেলে দর্শকের মন জয় করে নিচ্ছে। বহু পুরস্কারও অর্জন করছে। এবারে সদস্যরা ঘন্টেশ্বরী মন্দির ফুটিয়ে তুলছেন। থাকছে অসংখ্য ঘন্টা। বিভিন্ন ধরনে ঘন্টার ধ্বনি হল তাদের মূল আকর্ষণ।

জঙ্গলে মঙ্গল এবার ত্রিধারায়

পার্থসারথি গুহ

গভীর অরণ্য সম্পর্কে আমাদের কৌতুহলী মন সবসময়ই আকৃষ্ট হয়। পাহাড়–সমুদ্রর গড়পরতা ভ্রমণের বাইরে গিয়ে হালফিলে বাঙালির ট্যুর ম্যাপেও জায়গা করে নিয়েছে জঙ্গল। জঙ্গল এবং তার গহনের অন্তরালে বসবাসককারী আদিম জাতি এবং জন্তু–জানোয়ারদের ব্যাপারে সাধারণের আগ্রহের শেষ নেই। সেই জানার পিপাসা মেটাতেই যেন এবার নিজেদের পুজোয় জঙ্গল এবং শিকারকে থিম করেছে দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত ত্রিধারা সম্মিলনী। যার মূল উদ্যোক্তা তথা ত্রিধারার সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস কুমারের নেতৃত্বে বছরভর নানা সামাজিক কর্মসূচি নিয়ে থাকে এই ক্লাবটি। এর বাইরেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও ব্যাপক আগ্রহ এই ক্লাবের। সেই কথা তুলেও ধরলেন থিম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট কবি বীথি চট্টোপাধ্যায়। বীথিদেবীর কথায় দেবাশিস কুমারদের পুরো পরিবারটাই সংস্কৃতিপ্রেমী। তার রেশ দেখা যায় ত্রিধারার কর্মযজ্ঞেও। শারদীয়া পত্রিকার প্রকাশও তার অঙ্গ। এই নিয়ে তিন বছরে পদার্পণ করল ত্রিধারার শারদ সংখ্যা। কে নেই তাতে? সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদারদের লেখা তো আছেই। তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ত্রিধারার ডালিকে একেবারে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

থিমের প্রসঙ্গে ফিরি আবার। ত্রিধারার ত্রিবেণীতে গত কয়েকবছর ধরে যারা গা ভাসাচ্ছেন তারা ভালোমতো জানেন রাজস্থানের মরুভূমি থেকে বুদ্ধদেবের অপার শান্তির বাণী নানা রূপে ত্রিধারার পুজো সমৃদ্ধ হয়েছে বিগত দিনগুলিতে। এবার তাতে এসেছে রোমাঞ্চের ছোঁয়া। যথারীতি টিম গৌরাঙ্গ কুইল্যা নিজেদের মতো করে রণকৌশল সাজাতে শুরু করেছেন। থিম সঙয়েও সেই বনের মাদকতা মিশে রয়েছে। বিশ্বায়নের যুগের তুমুল ব্যস্ততা ছেড়ে বেরিয়ে এসে অরণ্যের কোলের নিঝুম জীবনযাপন নিশ্চিতভাবে দর্শকদের ত্রিধারামুখী করে তুলবে। অবশ্য অরণ্য মানে সবসময় অনাবিল শান্তি বিচার করছে তা কিন্তু নয়। মাঝেমধ্যেই ভয়ঙ্কর সব জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটে সেখানে রীতিমতো হাড়হিম করে। আর গহন বনের আদিম বাসিন্দারাও এই জন্তুদের মোকাবিলায় কম যায় না। সুতরাং আত্মরক্ষার্থে তাদের হাতে উঠে আসে নানা অস্ত্রশস্ত্র। বনজ এইসব বিবিধ দ্রব্যাদিও ত্রিধারার পুজোয় এবার শোভিত হবে। যেমন মহিষের

সিং, জীবজন্তুর হাড় এমনকি পাখির পালক পর্যন্ত কাজে লেগেছে এই অভূতপূর্ব থিমকে বাস্তব রূপ দিতে। ছোট বেলায় জীবনবিজ্ঞানে পড়া অভিযোজন অধ্যায়টি নিশ্চিতভাবে মনে পড়ে যাবে দুর্গম জঙ্গলে বিচরণকারী বাসিন্দাদের ভয়ঙ্কর সব জীবজন্তুর মোকাবিলায় নিজেদের গড়ে তুলতে দেখলে।

সত্যি প্রতিকূল পরিবেশ মানুষকে কতটাই না সাহসী ও বলিষ্ঠ করে তোলে। আত্মরক্ষার তাগিদেই মূলত শিকারে মেতে উঠতেন (কিছু ক্ষেত্রে পেটর তাগিদও বটে) এই জঙ্গলবাসীরা। আর শিকারের অভিষ্ঠ লাভ হলে ধামসা–মাদল সহযোগে দেবীর সামনে তা নিবেদন করে প্রসাদ লাভ করা। এতো আছেই। আমাদের এই বাংলার জঙ্গলমহলেও এই প্রথা চলে আসছে বেশ কয়েকটি জাতির মধ্যে। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়, শুশুনিয়া পাহাড়ের সাঁওতাল–মুন্ডা জাতিও এর শরিক।

থিম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন অনেক প্রথিতযশাই। কিন্তু এদিনের হিরো ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয়ম সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর রসকথার মাধুরিতে মোহিত হল পুরো অনুষ্ঠান। বলাবাহুল্য সাহিত্যে সঞ্জীববাবুর অবদানের জন্য এবার ভূষিত হলেন এই দিকপাল লেখক।

আরও পুজো

জেলার আরও পুজোর খবর দেখুন সাতের পাতায়।
আরও পুজোর খবর আগামী সংখ্যায়।

পুজোয় চন্দননগরের আলোয় উদ্ভাসিত হবে কলকাতা

মলয় সুর : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজোয় চন্দননগরের আলো ছাড়া একেবারেই চলে না। এবার পুজোতে কলকাতা থেকে আরবসাগরের তীরে মুম্বই পর্যন্ত আলোকের ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দেবে চন্দননগরের ঐতিহাসিক আলো। চন্দননগর এখন আলোর শহর নামেই পরিচিত। রাজ্যের বাইরে দেশ–বিদেশে সর্বত্র এর চাহিদা তুঙ্গে। এখানকার অন্যতম বিখ্যাত আলোক শিল্পী সুপ্রতীক পাল যিনি সকলের কাছে বাবু পাল নামেই পরিচিত। প্রতি বছর দুর্গাপুজোয় চন্দননগর থেকে কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় তাঁর আলোর কারিকুরি দেখতে পাওয়া যায়।

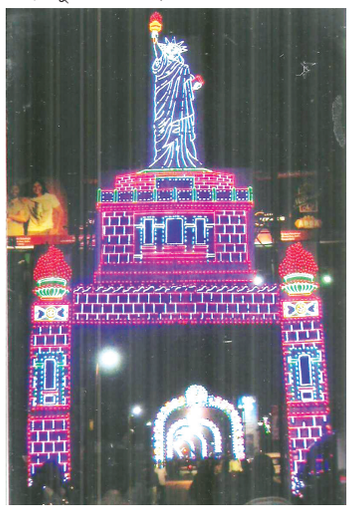

এবারে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে তৃণমূল বিধায়ক সুজিত বসুর পুজোতে থাকবে বেশ কিছু অভিনবত্ব। থাকছে চন্দননগরের বিশাল রথ। ২৬ ফুট উচ্চতা এবং চওড়া ১১ ফুট। এতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি ও সারথি ঘোড়া টানছে যা আলোর মাধ্যমে দেখানো হবে। মজবুত লোহার স্ট্রাকচারে মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে রথের চাকা চলবে। এছাড়া থাকবে ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেওয়ার জন্য তিনরকমের নাগরদোলা। বিরাট কৃষ্ণ বাঁশির সাথে ময়ূরের পালক ননীর হাঁড়ি। কলকাতার সিঁথি বরাহনগরের লোল্যান্ড পুজোতে থাকছে বিশাল টাইটানিক জাহাজ, পুকুরে ময়ূরপঙ্খী, ডলফিন, চিন দেশের টাওয়ার–এর উচ্চতা ৬৫ ফুট। আলোর ভেলকিতে দর্শকদের চমকে দেওয়া হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বজবজ ডি এল রোডের পুজোয় থাকছে সুদূর শহর দুবাই–এর টাওয়ার, প্যারিসের আইফেল টাওয়ার। এমন কি সমগ্র প্রাণীজগৎকে দেখতে পাওয়া যাবে। যেমন শামুক, ফড়িং আকাশে চিল উড়বে, থাকবে কাঁকড়াবিছেও। দক্ষিণ ভারতের মাদুরাইয়ের বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দির দর্শকরা এখানে এসে দর্শন করতে পারবেন। হাওড়া বেতড় ক্লাবের পুজোয় থাকছে পশুপাখির নৃত্য। বিভিন্ন দেশিবিদেশি পাখিরা গাছের তালে নৃত্য করবে। এছাড়া শিম্পাঞ্জি, ঘোড়া, কুকুর, বেড়ালও নাচতে থাকবে। মহাকাশ কক্ষপথে ঘুরবে তারা।

আলোকশিল্পী বাবু পাল জানালেন, এবারে দেওয়ালিতে আরব সাগরের তীরে মুম্বাই শহরের জুহুতে বিগ–বি অমিতাভ বচ্চনের 'প্রতীক্ষা' বাংলোয় তাঁর আলোর কারুকার্য করার কথা রয়েছে। তাঁর সঙ্গে সরাসরি অমিতাভ বচ্চনের কথাবার্তা হয়েছে। ২৫–৩১ অক্টোবর দেওয়ালী উৎসব হবে বচ্চন সাহেবের বাংলোয়। সেখানে আলোর ফ্রেমে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি থাকবে। লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাম–লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ, দুর্গা প্রভৃতি। এছাড়া বাংলোর গেটে গণপতি বাপ্পার ছবি থাকবে। কথাবার্তা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলছে। চন্দননগরের ঐতিহাসিক আলোর রোশনাই ফুটিয়ে তুলবেন যা মুম্বই শহরের বাসিন্দাদের তাক লাগিয়ে দেবে। একসময় রাজ্যের সর্বত্র নাম কিনেছিলেন চন্দননগরের শিল্পীরা। বছরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঘটনাগুলোকে তুলে ধরা হত 'টুনি বাল্বের আলোয়'। ইন্দিরা গান্ধি হত্যা, কলকাতা চিড়িয়াখানায় বাঘের গলায় মালা পরানো, বলিউড অভিনেত্রী দিব্যা ভারতীর বহুতল থেকে ঝাঁপ দেওয়া পুরোটাই আলোর ভেলকিতে পুনঃপ্রদর্শনে বাজিমাত করতেন চন্দননগরের আলোর শিল্পীরা। বর্তমানে এলইডি বাজার চলছে। এখন বাবুপালের কাছে ৬০ জন কর্মচারি দিন রাত এক করে কাজ করছেন। তাঁকে অনুপ্রেরণা ও সাহস যোগান স্ত্রী চিত্রলেখা পাল।

পুজোয় মেতেছে শহরবাসী, বঞ্চিত বৃদ্ধ বৃদ্ধারা

সুজয় সাধুখাঁ

শরতের আকাশ, শিউলিফুলের গন্ধ আর কাশফুলের দোলা, শহরজুড়ে যেদিকেই চোখ যায় চারিদিকে শুধু পুজোর ছাপ। চলছে জোরকদমে পোশাক আশাক কেনা আর হইহুল্লোড়। কিন্তু অসহায় মানুষদের পুজো মানে কি? শুধু লাঞ্ছনা, বঞ্চনা আর বুকভরা বেদনা। আর সব উৎসবের থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখা। এমনই ছবি ধরা পড়ে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে। রাস্তার ফুটপাতের কচিকাঁচা ছেলেমেয়েদের কপালে জোটে বড়লোকেদের ফেলে দেওয়া জামাকাপড়। তাই নিয়েই খুশিতে ডগমগ হয়ে পাড়ায় পাড়ায় পুজো মন্ডপে প্রতিমা দেখা আর ঘুঘনি মুড়ি বা চাউমিনের সাথে উৎসবের দিনগুলি মানিয়ে নেওয়া। অন্যদিকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু স্বার্থপর গোছের বাড়ির লোকেরা তাদের বৃদ্ধ মা বাবার দায় সেরে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে রেখে দুর্গাপুজোকে উপভোগ করে বউ বাচ্চাদের নিয়ে। বৃদ্ধাশ্রম হোক কি রাস্তার ফুটপাত অসহায় মানুষগুলির বেদনা দেখলে মনে হয় আমরা কোন সমাজে বসবাস করি। এই সমস্ত ঘটনা দেখতে দেখতে আর কোনও কিছুই সমাজের সঙ্গে মেলানো যায় না। ঘরের বাড়তি বোঝা বাবা মায়ের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেই বোধহয় ভাল হয় এমনটাই দাবি করলেন এক বছর ষাটেক বৃদ্ধা। তাঁর কথায়, বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে এখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। জোটে না ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া, না জোটে ঠিকমতো পোশাক। জোটে শুধু মুখ ঝামটা আর লাঞ্ছনা। আর কোনও কিছু প্রতিবাদ করলেই বৃদ্ধাশ্রম নয়তো রাস্তার ফুটপাতে ফেলে দেওয়ার হুমকিও জোটে এই

অমানবিক সন্তানদের মুখে। দেখা যায় সমাজ ব্যবস্থা যদিও বদলায় কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলায় না বৃদ্ধ বয়সের ছবিটা সে মধ্য কলকাতা হোক বা উত্তর কলকাতা। অনেকের বাড়ির লোক দায় সেরে প্রৌঢ়দের বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসে চিকিৎসা করানোর জন্য। তারা বছরের পর বছর আকাশের দিকে তাকিয়ে দিন গোনে আর আশা রাখে যে সামনের পুজোটা পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কাটাব। কিন্তু অপেক্ষা করতে করতে তাদের শারীরিক ও মানসিক রোগ কুরে কুরে খায়। রাস্তার ধারে ফুটপাতবাসী অসহায় ছেলেমেয়েরাই হোক কি বয়স্ক লোকজন কোনওমতে ফেলে দেওয়া খাবার গুড়িয়ে পেট শান্তি করে খুঁটখোলা মশারির চালে ঘুমিয়ে ও মায়া নিয়ে পড়ে থাকে রাস্তার ধারে। ফলে বছরের ৩৬৫ দিনের মতোই এই চারটে দিনের বিশেষ কোনও একটা পার্থক্য খুঁজে পান না তাঁরা। ঢাকের আওয়াজ, শরতের শিউলির গন্ধেও বিশেষ একটা আমল দিতে চান না অধিকাংশ হতদরিদ্র সাধারণ মানুষরা।

ছোট বয়স বা এমনকি যুবক বয়সেও যারা দেবীর বোধন হোক কি কুমারটুলির প্রতিমা দেখে নিজের জীবন আনন্দ উৎসবে মাতাতেন তাদের কপালেই বৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে কপালে যে গভীর শোক নেমে আসবে তারাও কি আগে ভাগে ভেবেছিলেন? আজ তারা পরিবারের জাতাকলে পড়ে আশ্রয় নিয়েছেন বৃদ্ধাশ্রম বা আবার কেউ রাস্তার ফুটপাতের গাছের তলায়। তাদের চোখ মুখ দেখলেই মনে হয় বছর বছর বাড়ির বাইরে পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের হারিয়ে তাদের কাছে দেবীর বোধনের আওয়াজ পৌঁছলেই মনে করিয়ে দেয় তাদের অতীত জীবনের কথা।

সত্যি বলতে বেশির ভাগ পরিবারের লোকেদের এখন দেখা যায় জমি জায়গা বৃদ্ধ বাবা মায়ের থেকে লিখিয়ে নেওয়ার পর এই সমস্ত পৈশাচিক ঘটনাগুলি ঘটায় হার্মাদ ছেলেমেয়েরা। তখন বৃদ্ধদের ঘর পরিবার নাতি–নাতনিদের ছেড়ে ঠাঁই হয় বৃদ্ধাশ্রম নয়তো দূরবর্তী কোনও অঞ্চলে। পুজোতে তারা হয়তো দুপুরে গরম ভাতের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয় কিন্তু সেই খাবারে যে আপনজনদের ছোঁয়া থাকে না থাকে শুধু চোখের জল আর বেদনা। জীবনের সায়াহ্নে এসে সাংঘাতিক অপমান আর অভিমানের উপর জীবন যাপন করে তারা। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে আমি যখন ছোট্ট ছেলেমেয়েদের বুক ভরা স্নেহ আর ভালোবাসা দিয়ে লালন পালন করলাম একদিন আমাদের ও বৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে তারাও সেবা যত্ন করবে। বিশেষ তো কিছু তাদের দাবিদাওয়া থাকে না। শুধু মাথা গোজার ঠাঁই, একটু খাওয়া পরা, আর উষ্ণ যত্ন। কিন্তু চারিদিকের পরিবেশ দেখে ভ্যাবাচেকা ভাবের সঙ্গে মিশে অনেকে চাখছেন তাদের ষোলোকলা পূর্ণ জীবনের আচার। ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তো নয়ই এদের সঙ্গে শারদীয়া পুজো আর অধিকাংশ মানুষজনদের সঙ্গে মেলানো যাবে না। ফলে মায়া বাড়লেও বুক বাজে না ঢাকের আওয়াজে।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

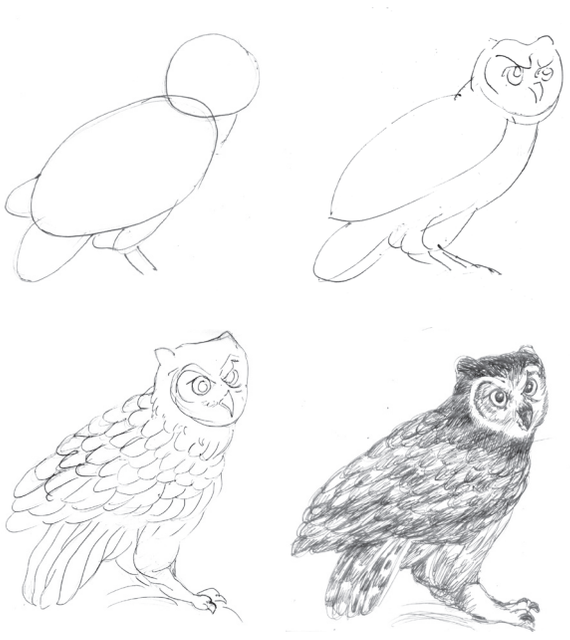

দুর্গাপুজো

বিশ্বজিৎ মন্ডল
(দক্ষিণ কলকাতা সেবাশ্রম)

দুর্গা ঠাকুর, দুর্গা ঠাকুর তুমি করবে বধ অশুর
পূজো হয় শরৎ কালে তোমার
তোমার পুজোয় লাগে ১০৮টি পদ্ম ফুল
বনে বনে শরৎকালে ফোটে কাশ ফুল
তবু তোমায় পুজোয় দিই পদ্ম ফুল
মানুষেরা আনন্দ পায় তোমার পুজোয়
সবুজ ঘাসে শিউলি ঝরা বকুল বেলায়
শিশির ঝরা সকালে ফোটে সোনার রোদ্দুর
পুজো হয় চার দিন মা তোমার
তুমি বিসর্জন হয় দশমির দিন
প্রত্যেক গুরুজনকে প্রণাম জানাই
তোমার পুজো আমরা প্রত্যেক বছর ফিরে যেন পাই।

আমার ঘরের পাশে

হিমিকা ভট্টাচার্য (নবম শ্রেণী)

এক আকাশে তিনটে তারা,
চক্ষুগুলি রাঙা রাঙা!
মেঘের কোলে কোথায় আসে?
আসে আমার ঘরের পাশে।
এক হাওয়াতে তিনটে পাতা,
বর্ণহারা খসে পড়া,
টুপ টুপ টুপ শুধুই ঝরা!
মেঘলা দিনে কোথায় আসে?
আসে আমার ঘরের পাশে।
এক গাছেতে তিনটে পাখি
মধুর তাদের ডাকাডাকি,
দানা খাওয়া চড়ুই পাখি,
দিতে শুধুই চায় যে ফাঁকি!
মেঘ–বাদলে কোথায় আসে?
আসে আমার ঘরের পাশে।

তানিয়া খাতুন, ৬ বছর, হার্ট প্রিন্ট, আলিপুর মহিলা সংশোধনাগার

মাঙ্গলিকী

কর্মযোগী বিনয়কুমার ঘোষের শতবর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাংলার বিশিষ্ট কর্মযোগী, সমাজসেবী, সাহিত্যানুরাগী, সঙ্গীতানুরাগী বিনয় কুমার ঘোষের জন্মের শতবর্ষ সম্প্রতি উদযাপিত হল তার পুত্র বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষের বাড়িতে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও শঙ্খ ধ্বনির অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত থেকে প্রানবন্ত বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ অশোক চৌধুরী, বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. কাননবিহারী গোস্বামী, ড. স্বস্তি মন্ডল, ড. শ্যামল রায়। বিনয়কুমার ঘোষের কাছের মানুষদের মধ্যে তাঁর পুত্রবধূ ড. সুজাতা ঘোষ, নাতনী শ্রেয়সী ঘোষ, জামাতা দিলীপ কুমার বসু, নাতনী অনসূয়া দাস, ভাগ্নে অমিতাভ বসু, ভাগ্নে দীপক দত্ত, ভ্রাতৃবধূ ঊষা ঘোষ, ভ্রাতুষ্পুত্র রাজু ঘোষ এবং পুত্র ডঃ শঙ্কর ঘোষ আবেগঘন বক্তব্য রাখেন। গানে মাতিয়ে দেন কন্যা পুতুল বসু ও সুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়।

কৃষ্ণপদ দাস অপূর্ব কবিতা পাঠ করেন। অভূতপূর্ব শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন ড. মীনাক্ষি সিংহ। বাপ্পাই সিনহা সম্পাদিত 'বিনোদন প্লাস' মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন বিশিষ্টজনেরা। সমগ্র অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলতে সহযোগিতা করেন সৌমেন রায়, অভিষেক নস্কর এবং সর্বোপরি বিনয় কুমার ঘোষের নাতজামাই প্রশান্ত গোয়েল। অনুষ্ঠান শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানান ড. শঙ্কর ঘোষ। মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করা হয়েছিলে অতিথিদের।

কেন্দুয়া শান্তি সংঘের সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতায় 'শান্তি সংঘ' নামে অনেক সংগঠন আছে। তবে লিটল ম্যাগাজিন জগতের কবি লেখকদের কাছে 'শান্তি সংঘ' মানেই পাটুলিতে অবস্থিত 'কেন্দুয়া শান্তি সংঘ'— যে সংগঠনের বার্ষিক বইমেলা, দক্ষিণ কলকাতায় যা অতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নিজস্ব মাঠ, নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য সুরম্য বিরাট ক্লাব হাউস এ সবই আজ 'কেন্দুয়া শান্তি সংঘ'কে এক উজ্জ্বল সাহিত্য সংস্কৃতির 'প্রাঙ্গণ' হিসাবে পরিচিত করে তুলেছে দক্ষিণ কলকাতার বিরাট সংখ্যক সুধীজনের কাছে।

বেশ কয়েকবছর হয়ে গেল সংগঠনের মাসিক সাহিত্য সভা চলছে অতি সফলভাবে। গত ৭ আগস্ট এক বিরাট সংখ্যক কবি, লেখক, সঙ্গীতশিল্পী সংগঠনের মাসিক সাহিত্য সভায় যোগদান করে সভাকে উজ্জ্বল করে তুললেন। সঞ্চালনায় ছিলেন শান্তি সংঘের সভাপতি, শ্রদ্ধেয় কবি আলোক মুখার্জী, মঞ্চে তাঁকে সভা পরিচালনায় সহযোগিতা করেন বরিষ্ঠ কবি শংকর ব্রহ্ম (বেশ অনেকটা সময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রীমতী রঞ্জিতা চক্রবর্তী)।

সাহিত্য সংস্কৃতির আসর শুরু হল গৌতম পলমলের হৃদয়স্পর্শী রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে ('ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে')। তার আগে শ্রী পলমল বিশ্বকবিকে নিয়ে তাঁর এক লিখিত সমৃদ্ধ ভাষণ পাঠ করেন। তবে সভা আনুষ্ঠানিক শুরু হয় প্রথমে বিশ্বকবির প্রতিকৃতিতে বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাল্যদান ও সকলের পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে। শ্রী পলমলের পরে যুবা প্রতিভা উত্তম মন্ডল পরিবেশিত রবীন্দ্র সঙ্গীত, 'কতবার যে' ও সকলের মন ছুঁল (বিশেষ উল্লেখ্য, এদিন ছিল ২২শে শ্রাবণ বিশ্বকবির তিরোধান দিবস)।

কয়েকদিন আগেই চলে গিয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করলেন বরিষ্ঠ কবি প্রদীপ চক্রবর্তী। প্রদীপ বাবুর কলেজে অধ্যাপিকা ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। ছাত্র হিসাবে তিনি যেমন সংগ্রামী লেখিকাকে দেখেছেন পরবর্তীকালে লেখালেখির মাধ্যমে প্রদীববাবু মহান লেখিকাকে কাছ থেকেও দেখেছেন। পিছিয়ে পড়া শবরদের নিয়ে তাঁর কাজের কথাও উল্লেখ করলেন শ্রী চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে। তবে তাঁর একটি মন্তব্য, 'লিটল ম্যাগাজিনকে অবজ্ঞা করতেন', এ বিষয়ে প্রশ্ন সূচক চিহ্ন রইল এই প্রতিবেদনে। এদিন 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'মহাশ্বেতা দেবী'–কে নিয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ সমৃদ্ধ ভাষণ দিলেন সুসাহিত্যিক ও সুবক্তা প্রণব কুমার গায়েন। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ দার্শনিক— আবার তিনি ছিলেন অতি বাস্তবাদী। তাই তিনি সোচ্চারে বলেছেন, 'আমার কবিতা জানি হয়নি সর্বত্র গামী' তবুও 'রবীন্দ্রনাথ' রবীন্দ্রনাথই— মহাশ্বেতা দেবীর বিষয়ে শ্রী গায়েন বলেন, তিনি ছিলেন জনজাতিদের 'সংগ্রমী জননী', তাঁর সাহিত্যও তাই।

এদিন রবীন্দ্রনাথ ও মহাশ্বেতা দেবীকে নিয়ে বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের মাঝে মাঝে ছোট ছোট বক্তব্যের মাধ্যমে 'বিনি সুতোর মালা' গাঁথলেন সঞ্চালক শ্রদ্ধেয় আলোক মুখার্জী— অভিবাদন!

এদিন যঁদের কবিতা এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল তাঁরা হলেন শাশ্বতী সরকার ('নষ্ট গর্ভ'), সুজিত সরকার ('রঙ মেলেনি'), জয়ন্ত দত্ত ('শেষ জীবন'), স্বরুপ চক্রবর্তী (অস্থায়ী আওয়াজ), তপন রায়চৌধুরী ('আড়ি'–ছড়া), সুবীর সরকার ('চিরদিন'), উত্তম মন্ডল ('বৈধব্য'), জয়া সেন ('স্বর্গের ঠিকানা'), বিশ্বনাথ দাস ('গাছেদের মত'), ডাঃ বিকাশ কলি পোল্লে ('আজ সারাদিন জুড়ে ২২ শে শ্রাবণ বলে'), শংকর ব্রহ্ম ('দায়, অধিকার') প্রমুখ।

এদিন আসরে আরও ভাল লাগল বালক শ্রীমান দেবান্ত সিংহরায়ের আবৃত্তি (রবীন্দ্ররচনা), রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভাল বক্তব্য রাখলেন সর্বাণী সিংহ রায়। শিবানী দাস এক কাহিনী শোনালেন : রবীন্দ্রনাথের শেষ যাত্রার সময়ে পথের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন কবি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। সেই সময় কবির মনে যে ভাব এলো, সেটাই তিনি পরে কবিতা হিসাবে লেখেন— কবিতাটির নাম 'মেঘ চাপা পূর্ণিমা'— শিবানী দাস প্রকৃতই সুবক্তা ও রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম মোহ' কবিতাটির পাঠও তাঁর কণ্ঠে উজ্জ্বল ছিল। বোঝা গেল তিনি ভাল আবৃত্তিকারও। এদিন যাঁরা গানে গানে আসরকে উজ্জ্বল করলেন তাঁরা হলেন সুবীর সরকার ('এক ভুবনে' – রূপকধর্মী, বিচত্র সুর ও ধ্বনি সমৃদ্ধ), সুব্রতা সাহা ('নিবিড় ঘন আঁধারে'— অনবদ্য রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনা), লিপিকা দে, (আকাশ ভরা' রবীন্দ্রসঙ্গীতের হৃদয়স্পর্শী পরিবেশনা– অতি উদাত্ত কণ্ঠস্বর), ঋতা দাশগুপ্ত ('পাগলা হাওয়া' রবীন্দ্রসঙ্গীত বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পীর একেবারে 'শিশুকণ্ঠ' তাই তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনাও অন্য মাত্রার) প্রমুখ। বরিষ্ঠ সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন বিশ্বকবির 'ম্যাজিসিয়ান' কবিতার ৪ লাইন, শোনালেন বিশ্বকবির কাছে জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে জাদু সম্রাট পি সি সরকার সিনিয়রের পৌঁছানোর কাহিনী। এদিন আবার বিভিন্ন জনের স্বরচিত কবিতা পাঠের অতি সমৃদ্ধ গঠনমূলক সমালোচনা করলেন প্রদীপ চক্রবর্তী, স্বরূপ চক্রবর্তী, প্রণব গায়েন প্রমুখ। বলতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল এদিন জনৈক লোকসঙ্গীত শিল্পী (কি নাম?) পরিবেশিত 'দেখেছি রূপসাগরে'–এর পরিবেশনাও ছিল খুবই ভাল। আসরের সমাপ্তি ঘটে লিপিকা দে পরিবেশিত 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' সঙ্গীতের মাধ্যমে। সংগঠনের সদস্য সুদর্শন দাস এদিনও আসরের 'অভিভাবক' হিসাবে তাঁর কাজ করে যান— তাঁকে বিশেষ অভিনন্দন! তবে একটা ক্ষোভ রয়ে গেল এই প্রতিবেদকের মনে— এদিন শ্রদ্ধেয় কবি আলোক মুখার্জী কোনও কবিতা শোনালেন না।

হস্তশিল্পের স্থানীয় বাজার প্রসার বিষয়ে কর্মশালা

গত ১৪ এবং ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার গুরুসদয় সংগ্রহশালায় 'পূর্বাঞ্চলের হস্তশিল্পের স্থানীয় বাজার' সংক্রান্ত একটি কর্মশালার আয়োজন হয়। ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের অধীন হস্তশিল্প বিভাগের উদ্যোগে এই কর্মশালায় পূর্বাঞ্চলের ৪০ জন শিল্পী, ডিজাইনার এবং এনজিও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। দু'দিনের কর্মশালায় আলোচিত হয় স্থানীয় বাজারের নানারকম সমস্যা ও সমাধান, হস্তশিল্পীদের বিমা, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রভৃতি নানা বিষয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত হস্তশিল্পী বীণা দে। স্বাগত ভাষণ দেন হস্তশিল্প দপ্তরের সহকারী নির্দেশক সুবীরকুমার গুপ্ত। সুবীরবাবু অনুষ্ঠানে আলোচনা প্রসঙ্গে হস্তশিল্প বিভাগের অধীন 'রিজিওনাল ডিজাইন অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডেভলপমেন্ট সেন্টার' এর প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীকালে তার ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। তিনি হস্তশিল্পীদের নানারকম সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত আলোচনাও করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন হস্তশিল্পের, ব্যাঙ্ক–এর এবং জীবনবিমা–র বহু বিশিষ্ট মানুষ। দু'দিনের কর্মশালাটি পরিচালনা করেন 'রিজিওনাল ডিজাইন অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডেভলপমেন্ট সেন্টার'–এর স্নেহাংশুশেখর দাস। উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা এইধরনের উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে, আশা করেন আগামী দিনেও যাতে এইধরনের কর্মশালার আয়োজন হয়।

ভারত সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের জীবনী নিয়ে তৈরি 'মানবপ্রেমী মহাপুরুষ'–এর মহরতে উপস্থিত ছিলেন অর্জুন চক্রবর্তী সংঘের সম্পাদক ও সভাপতি এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিনেমার অন্যান্য কলাকুশলীরা। সিনেমাটি ব্যাপক সাড়া পেয়েছে।

বাৎসরিক মিলনোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ১১ সেপ্টেম্বর (১৬) সন্ধ্যায় সিঁথি হরে কৃষ্ণ শেঠ লেনের 'চয়ন' ক্লাবে জনসেবামূলক সংস্থা 'জ্যোতির্ময়ের' ষষ্ঠ বর্ষ মিলনোৎসব সমাজসেবী, সুচিকিৎসক ও সঙ্গীতশিল্পী ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জীর পৌরোহিত্যে, সম্পাদক টুবলু দত্তর পরিচালনায় ও সুদীপ দাসের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দের ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পরে সংস্থার পক্ষ থেকে কুড়িজন দুঃস্থ মানুষকে বিছানার চাদর প্রদান ও অগণিত ব্যক্তিকে ব্যাগ, পেন ও কেক বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষাবিদ ও সরোদ বাদক ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ শীল ও শ্যামল দে বিশ্বাস। বক্তব্য রাখেন ডাক্তার প্রভাত দোলুই, চন্দন মুখার্জী, স্বপন পালিত, তাপস সরকার, উদয় বসু ও যুগল সাহা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রতিভাময়ী শিল্পী সুমা দাস, সারদাপ্রিয়া সরকার,রথীন মুখার্জী, বিলাস গাঙ্গুলী, সুশান্ত হালদার ও চৈতালী মিত্র। সঙ্গে তবলা বাজান সুব্রত সরকার, কার্তিক দাস প্রমুখ। কবিতা পাঠ করে মোহিত করে দেন চিত্রিতা মুখার্জী, শুভব্রত ব্যানার্জী, তপতী বসু ও ঐশি চক্রবর্তী। এই পবিত্র উৎসবে অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বর্ষপূর্তি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৯ সেপ্টেম্বর (১৬) সন্ধ্যায় পাইকপাড়ার ''মোহিত মৈত্র'' মঞ্চে ''বেলগাছিয়া মনোহর আকাদেমি বিদ্যালয়ের'' পঁচাত্তর তম বার্ষিক মিলনোৎসব (প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী) সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধান শিক্ষক উৎপল চক্রবর্তী, লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সলিল চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্র নারায়ন বসু, বিধায়িকা মালা সাহা, পুরপিতা গৌতম হালদার প্রমুখ। শেষে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা নাটক এবং নৃত্যনাট্য সাফল্যের সহিত পরিবেশন করেন। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন কর্মসচিব পৃথা গঙ্গোপাধ্যায় ও শংকর প্রসাদ দাস।

গ্যালারি থেকে

'ক্রিয়েটিভ'এর প্রদর্শনী

সুমিত দাশগুপ্ত : সম্প্রতি আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সেন্ট্রাল গ্যালারিতে ছয় জন শিল্পী এক সম্মেলক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। যার শিরোনাম ছিল 'ক্রিয়েটিভ–২০১৬'। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে দুজন ভাস্কর, দুজন ছাপচিত্রী ও দুজন চিত্র শিল্পী। অর্ক রায় বর্তমানে সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ভাস্কর্যে স্নাতকোত্তর বিভাগে পাঠ নিচ্ছেন। প্রদর্শনীতে তার বেশ কয়েকটি ভাস্কর্য ছিল।

এদের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল কাঠ ও ধাতুর মিশ্র মাধ্যমে করা 'শাহেনশা' ও পিতলে করা 'ট্র্যাডিশনাল জার্নি' কাজ দুটি। যেখানে বিষয় ভাবনা ও ব্যবহৃত মাধ্যমের সুন্দর মেলবন্ধন ঘটেছে। ভূপেন শইকিয়া খয়রাগড় থেকে ছাপচিত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। তার ছাপচিত্রে তিনি পশু, পাখি ও মানুষকে একত্র করে এক সুন্দর সৃষ্টিতে সচেষ্ট থেকেছেন। ভাস্করজ্যোতি গগই বর্তমানে খয়রাগড়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ করছেন পেইনটিং–এ। তিনি অ্যাক্রেলিক মাধ্যমে বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট চিন্তাপ্রসূত ছবি এঁকেছেন। দীপঙ্কর চৌধুরী বর্তমানে সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ভারতীয় পদ্ধতির ছবি নিয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ নিচ্ছেন।

তিনি সব ছবিই সিল্কের ওপর জল রং করেছেন। তিনি তার ছবিতে পরম্পরা ও বর্তমান সময়কে সুন্দরভাবে মেলাতে সচেষ্ট থেকেছেন। তার দুটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল 'ফিউসন' এবং 'ম্যারেজ অ্যানিভারসারি'।

মানস প্রতীম গগই খয়রাগড়ে ভাস্কর্যে স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ করছেন। তার ভাস্কর্যগুলি দর্শকের নজর কাড়ে। এর মধ্যে দুটি উৎকৃষ্ট কাজ হল ব্রোঞ্জে করা 'দুটি সিহর্স' ও মিশ্র মাধ্যমে করা 'শামুক দুটি'। তপন গগই খয়রাগড় থেকে ছাপচিত্রে স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ করেছেন যেগুলি প্রদর্শনীতে একটু অন্য মাত্রা সংযোজন করেছে।

ভূপেন শইকিয়া–র বি মাইন

সাবেক প্রতিমায় সাজছে চিনপাইয়ের পুজো

অভীক মিত্র, চিনপাই (বীরভূম) : ২০০১ থেকে পথচলা শুরু। ২০১৬ সালে ১৬তম বর্ষে পদার্পণ করল চিনপাই গ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন সার্বজনীন দুর্গা পুজো। বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই পঞ্চায়েতের চিনপাই গ্রামে প্রয়াস ক্লাবের পরিচালনায় শুরু হয় এই সার্বজনীন দুর্গাপুজো।

২০১৬ সালে ১৬তম বর্ষের পুজোয় প্রয়াস ক্লাবের বিশেষ আকর্ষণ সম্পূর্ণ মৃত্তিকার ঠাকুর প্রতিমা। এক উদ্যোক্তার মুখ থেকে জানা যায়, দুবরাজপুরের এক প্রতিমাশিল্পী ক্লাব প্রাঙ্গণে প্রতিমা নির্মাণ করেন। এইবারের পুজোর বাজেট প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার টাকার মতো। ক্লাবের সভাপতি দয়াময় গোপ, সম্পাদক বিশ্বজিৎ মোদি, কোষাধ্যক্ষ বিকাশ ঘোষ, সহসম্পাদক গদাই পাত্রদের ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে।

চিনপাই গ্রামের প্রয়াস ক্লাব রক্তদান শিবির, দরিদ্রদের বস্ত্র, পুস্তক বিতরণ, অর্থদানের মতো জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম বছরভর করে। প্রতি বছর গ্রামের মানুষদের বিনোদনের জন্য ক্লাবের পরিচালনায় ক্লাবের সভ্যবৃন্দের দ্বারা অভিনীত যাত্রাপালার আয়োজন করা হয় সরস্বতী পুজোর সময়।

মহিলাদের জন্য চালের মধ্যে কয়েন খোঁজা, গীতিনাট্য, অঙ্কদৌড়, বিতর্ক, মহিলাদের জন্য বিস্কুট খাওয়া, দিদি নম্বর–১, ক্যুইজ প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে ষষ্ঠী থেকে ত্রয়োদশীর দিন পর্যন্ত। একাদশীর সন্ধ্যায় চিনপাই উচ্চবিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সম্বর্ধনা দেওয়া হবে বলে জানান প্রয়াস ক্লাব সদস্য তন্ময় গোপ। ষষ্ঠী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত স্পট ক্যুইজের ব্যবস্থা থাকবে।

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠা হয় প্রয়াস ক্লাব। ৭ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় বরণ পর্ব ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দিয়ে এবারের পুজোর যাত্রা শুরু করবে প্রয়াস ক্লাব। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা 'আলিপুর বার্তা'–র বার্ষিক গ্রাহক চিনপাই গ্রামের প্রয়াস ক্লাব।

বীরভূম

তেলান্ডু রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর নৈবেদ্য পান্তাভাত

মলয় সুর

হাওড়া বর্ধমান মেন লাইনে তেলান্ডু স্টেশন থেকে পশ্চিমদিকে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশের মধ্যে দু'ধারে সবুজ ধানখেতের মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তা ধরে ২০ মিনিট হেঁটে গেলে পড়বে মালিপাড়া গ্রাম। এখানেই আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাংলার ১০৫ বঙ্গাব্দে ৬০০ বছরের বেশি সময় ধরে হয়ে চলেছে মুখোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজো। এই পুজোর প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন পাকড়াশিরা। পরবর্তী পর্যায়ে পাকড়াশিদের মেয়ের বিয়ে হয় এই গ্রামেই পরিবারের ছেলের সাথে। সেই থেকে মুখোপাধ্যায়রা দুর্গা দালানে করে আসছেন এই পুজো। আজও দুর্গা মন্দিরে যুগ যুগ ধরে চলে আসা একচালার প্রতিমা। গ্রামবাসীদের কাছে যিনি 'বুড়িমা' নামে পরিচিত।

এই 'বুড়িমা'র পুজোয় রয়েছে নানা বৈশিষ্ট্য। পুজো উদ্যোক্তা মুখোপাধ্যায় বংশধরদের গৃহবধূ চিত্রলেখা মুখোপাধ্যায় (৭৩) বললেন, এই পুজো পূর্ব পুরুষের রীতি অনুযায়ী হয়। সপ্তমীর দিন বিশাল দীঘির জলে নব পত্রিকা স্নান করিয়ে স্থাপিত করানো হয় দুর্গামন্দিরে। এরপর দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু হয়। সেখানেই হয় দেবীর বোধন। দেবীদুর্গাকে আহ্বান করা হয়। এখানে প্রতিমার গঠনে রয়েছে বিশেষত্ব। ৬ হাত তৈরি প্রতিমার প্রধান বাহন সিংহের রং হলুদ কিন্তু মহিষাসুরের গায়ের রং গাঢ় সবুজ। প্রতিমাকে লাল রংয়ের মাটির শাড়ি পড়ানো হয়। এছাড়া শোলার ডাকের সাজসজ্জা থাকে। তখন ছিল নবাবী আমল। হ্যাজাকের আলোয়, গ্যাসবাতি বা কেরোসিনের আলোয় পুজোর আয়োজন হতো। চারিদিকে তখন ঝোপঝাড় জঙ্গলে ভর্তি ছিল। তবে এখানকার দেবীদুর্গা খুবই জাগ্রত। স্থানীয় গ্রামবাসীরা মানত করলে ভাল ফল পান।

এখানে ভক্তরা দিঘীর জলে স্নান করে দন্ডি কাটেন। দু'জন পুরোহিত পুজো করেন। আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায় ও অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। অভিজিৎবাবু জানালেন, এই প্রত্যন্ত গ্রামে ৪০টি পরিবারের এই একটি মাত্র দুর্গাপুজো। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে ছাগবলি হয়। নবমীর দিন বলি হয় আখ, ছাঁচিকুমড়োও। পুজোয় অষ্টমীর দিন কুমারী পুজোয় আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটায় তা বন্ধ হয়ে যায়। অধিবাসের দিন মাকে পরানো হয় সোনার গহনা। সন্ধি পুজোর নৈবেদ্যে বিরাট পিতলের থালায় ১ মন চাল ২ কেজির বিরাট নাড়ু তৈরি করে দেওয়া হয়। পুজোর কটা দিন স্থানীয় গ্রামের মানুষ ও অতিথি অভ্যাগতদের ঠাকুর দালানের বাইরে এলাহি খাওয়া–দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। সবার সঙ্গে বসে খাওয়ার স্বাদই আলাদা। এছাড়া এই পুজোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত দেবী দুর্গাকে অন্নভোগে মাছ এবং মাংসের টুকরো নিবেদন করা হয়। সঙ্গে ভাজা, ডাল, তরকারি, চাটনিও থাকে। দশমীর দিন দেবী দুর্গাকে বাসি ভাত (পান্তা) নিবেদন করা হয়। বাড়ির গৃহবধূরা উপবাস করে নবমীর নিশিরাতে রান্না করে। 'অরন্ধন' পালন করেন।

নাটমন্দিরে পান্তা ভাত আর ওইসব নৈবেদ্য মহাপ্রসাদ হিসাবে গ্রামের সকলে গ্রহণ করেন। এই গ্রামেই ঠাকুর দালান থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আদি বাড়ি রয়েছে। এখানে আলোর রোশনাই নেই। কিন্তু প্রাণের ঐশ্বর্যে ভরপুর ঠাকুরবাড়ির দালান। গ্রামের সাধারণ মানুষজন সকাল থেকেই ঠাকুরদালানে হাজির হন। এখন জমিদার বাড়ির বিশাল ঐতিহ্যের নিদর্শনের কিছু অংশ পড়ে রয়েছে মাত্র। এই পুজোয় মাইক বাজানো নিষিদ্ধ। ভক্তি নিষ্ঠা শাস্ত্রবিধির নিয়মাচারে মাতৃ আরাধনা।

তবে এই পুজোর বিশেষ কয়েকটি আচার বিধি রয়েছে যা অন্য দুর্গাপুজোর থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। সারাবছর নাটমন্দিরে পরিবারের বংশধররা নিত্য সন্ধ্যায় ধূপ ধুনো দিয়ে থাকেন। অরিজিৎ ও আবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, এই নাটমন্দিরে আর কোনও দেবদেবীর পুজো হয় না। একমাত্র ফাল্গুন মাসে মধুসূদন, বাসুদেব মূর্তি বসিয়ে দোল উৎসব ও পূজার্চনা হয়। এরপর দশমীর সন্ধ্যায় গ্রামের সধবা মহিলারা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। এখানে 'বুড়িমা'কে গ্রামের ছেলেরা কাঁধে করে নিয়ে দিঘীতে বিসর্জন দেন। যাওয়ার পথে রীতিনীতি মেনে পীরতলায় একবার নামানো হয়। তারপর আবার সারা বছরের প্রতীক্ষা। এই পুজো শুধু পারিবারিক নয়। গোটা গ্রামে সামাজিক মেলবন্ধনেরও মাধ্যম।

সাতবার লাগাতার কলকাতা লিগ জিতলেও

আই লিগ ঘরে আনার ফোকাস বদলে দিল ইস্টবেঙ্গলকে

অরিঞ্জয় মিত্র

কলকাতা লিগের সঙ্গে একটানা সম্পর্ক আগেও যোগ হয়েছে বড় ক্লাবগুলির। সত্তর দশকে এই ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানও একটা সময় লাগাতার লিগ জয় করেছে। প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোচিংয়ে এই অনন্য রেকর্ড ছুঁয়েছে ইস্টবেঙ্গল–মোহনবাগান। ফুটবলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাত্রাটা অবশ্য সেই ষাট বা সত্তরের দশকে ভরপুর ছিল কলকাতা ময়দানে। তখন এত অর্থের প্রাবল্য ছিল না, অথচ ক্লাব প্রীতি বা অন্ধ সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তাই এই একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক জমানায় যখন ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাব সাত–সাতবার ধরে কলকাতা লিগ ঘরে তোলে তখন তার গুরুত্ব হয়ে ওঠে অপরিসীম। যথারীতি ইস্টবেঙ্গল এবার সেই অসাধ্য সাধন করল। তাও আবার প্রতিটা ম্যাচ জিতে। লিগ শুরুর পর মোহনবাগান খেলে তার জন্য সবরকম চেষ্টা করেছিল আইএফএ। বলা যায় মোহন কর্তাদের পা ধরতে বাকি রেখেছিল তারা। তাও অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়ে বড় ম্যাচ থেকে সরে যায় মোহনবাগান। এর আগে বাগান যে ফর্মে খেলছিল তাতে ইস্টবেঙ্গলকে দুর্দশার কাহিনির পাশাপাশি প্রশংসা করতেই হবে টিম ইস্টবেঙ্গলের। টানা সাতবার যে কোনও ট্রফি জয়ই মামুলি ব্যাপার নয়। সেই অসম্ভবকে এই যুগে বাস্তবায়িত করা তো বিশাল প্রাপ্তি। এই দলকে তাই অন্যতম সেরা লাল–হলুদ ব্রিগেড বলা যাবে কিনা সেই তর্কে না গিয়েও এটা পরিষ্কার এদের নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। সেই যোগ্যতার মাপকাঠি এই ইস্টবেঙ্গল নিশ্চিতভাবে পার করেছে। ডার্বির অব্যবহিত আগে এই ইস্টবেঙ্গল দলটাকেই কেমন ছন্নছাড়া দেখাচ্ছিল। কোচ থেকেও নেই। মানে হঠাৎ করে চিকিৎসার দোহাই দিয়ে মর্গ্যান সাহেব চলে গেলেন। তাও কি সুন্দর ছন্দবদ্ধ দেখাল মেহতাবদের, বিশেষ করে শেষের ল্যাপে। ডং ছাড়া এই ইস্টবেঙ্গল ব্রিগেডের বিদেশিদের নাম ঠিকমতো মনে রাখা যাচ্ছে না, স্থানীয়দেরও মনে হচ্ছিল তথৈবচ। সেই দলটাই সাতে সাত করার জেদে কেমন যেন বদলে গেল। যদিও ইস্টবেঙ্গল কর্তারা ভালোমতো জানেন কলকাতা লিগ জয়ের আনন্দ দুদিন পরেই সমর্থকরা ভুলে যাবেন। তখন সবার চোখ থাকবে আই লিগ বা জাতীয় লিগের প্রেক্ষাপটে। মর্গ্যান সাহেব তখন চলেও আসবেন। মরশুমের শুরুতে মর্গ্যানকে যেরকম নিষ্প্রভ লেগেছিল তার থেকে আশা করা যায় অনেকটাই ভালো পারফরমেন্স তার কোচিংয়ে দেখা যাবে। এর সঙ্গে অতি অবশ্যই দরকার হবে ভালো মানের দুজন বিদেশি যারা ডু ডংয়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবেন। এত কিছু সম্ভব হলেই ইস্টবেঙ্গল কলকাতা লিগের পাশাপাশি আই লিগেও মাতিয়ে দিতে পারবে। বাগান সমর্থকরা কলকাতা লিগের ব্যর্থতা ভুলতে পাখির চোখ করতে চাইছে আই লিগকে। তাছাড়া গত দুবারের মধ্যে মোহন ব্রিগেড একবারের চ্যাম্পিয়ন এবং গতবারের রানার্স তা ভুলে গেলে চলবে না। এই জায়গা থেকেই চ্যালেঞ্জ নিতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। তাদের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার ইস্টবেঙ্গল কলকাতা লিগে যতই শের হোক না কেন আই লিগে তাদের সেই বাহাদুরী অনেকদিন অনুপস্থিত। টিম ম্যানেজমেন্টে ইংরেজ কোচ মর্গ্যান খুব দক্ষ বলে ধারণা ছিল কলকাতা ময়দানের। গত কয়েক বছর ধরেই এই সাহেব কোচকে ফেরানোর দাবি জোরদার হয়েছিল লাল–হলুদে। এখন মর্গ্যানকে প্রমাণ করতে হবে তিনি ময়দানের অন্যতম সেরা। হ্যাঁ, কলকাতা লিগের সঙ্গে আই লিগ ঘরে এনে তবেই।

লিয়েন্ডারকে নিয়ে অচলাবস্থা অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি : লিয়েন্ডার পেজকে নিয়ে কিছুদিন আগেই উত্তাল হয়েছিল এদেশের ক্রীড়া সাংবাদিক মহল। মূলত তার অভিযোগ এবং পালটা হিসেবে সহ খেলোয়াড়দের বক্রোক্তি এই পালা ভালোমতো ছুঁয়ে গিয়েছে রিও অলিম্পিক্সের আসরকে। সম্প্রতি এই আগুনে যেন ঘি ঢাললেন ভারতীয় টেনিস জগতের অন্যতম সেরা তারকা সানিয়া মির্জা। সানিয়া কার্যত লিয়েন্ডারকে বিষাক্ত মানুষের সঙ্গে তুলনা করেছেন এক ট্যুইটারে। এবার দেখা যাক বারবার লিয়েন্ডারের বিরুদ্ধে অভিযোগের তীর কেন তুলছেন সহ খেলোয়াড়রা। হতে পারে তারা লি'র থেকে জুনিয়র, কিন্তু তাদের সকলের চোখে কেন ভিলেন হচ্ছেন মাইকেলের এই বংশধর?

এইক্ষেত্রে হয়তো নিজের এই অবস্থার জন্য লি নিজেই অনেকটা দায়ী। কারণ অধিকাংশ সময় দেখা যাচ্ছে রোহন বোপান্না অথবা সানিয়া মির্জারা কিছুতেই লিয়ের পার্টনার হয়ে খেলতে চাইছেন। যা নিয়ে মূলত ঝামেলার উদ্রেক ঘটছে। কখনও হয়তো মহেশ ভূপতিকে অনেক বেশি যোগ্য ডবলস সঙ্গী ভাবছেন সানিয়া, আবার শ্লথ লিয়ের থেকেও নতুন কাউকে চাইছেন বোপান্না। এতো তারা চাইতেই পারেন। অথচ লিয়েন্ডার এই ব্যাপারে অদ্ভুত এক গোঁ ধরে আছেন। সিনিয়র বলে তিনি যাকে সঙ্গী চাইবেন তাকেই যেন পেতে হবে। সহ খেলোয়াড়ের তাকে পছন্দ কিনা সেটাও তো দেখতে হবে। নিজের ইগোর বেড়াজাল ছিঁড়ে কিছুতেই বেরতে পারছেন না লি। যার জন্য দেশের অন্যতম সেরা এই টেনিস নক্ষত্রকে এখন এক দুর্বিষহ পরিস্থিতির মধ্যে গুজরান করতে হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি লিয়েন্ডার নিজেকে পরিমার্জন করতে পারবেন ততই ভালো। নচেৎ আরও বড় অপমানের সম্মুখীন হতে পারেন তিনি। ফর্মে থাকতে থাকতে অবসর নেওয়া গেলে এইসব খারাপ পরিস্থিতি কাটানো সম্ভব হয়। এই ভেবেই হয়তো অস্ট্রেলিয়াতে ফর্মের শিখরে থাকতে থাকতে সরে যাওয়ার রেওয়াজ আছে। আমাদের সৌরভও নিজের কেরিয়ারকে অন্তত বছর দুয়েক–তিনেক ছোট করেছেন সম্মান বাঁচানোর অভিপ্রায়তেই। লি'র উচিত এই নিদর্শন মেনে নিজের টেনিস জীবনকে একটা দিশা দেখানো। কোচিংয়ের মাধ্যমে নিজের সেকেন্ড ইনিংস শুরু করা যেতেই পারে অচিরে। সেটা হলে তার নিজের তো বটেই ভারতীয় টেনিস জগতেরও লাভ।

ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ শহরতলির বজবজের নিশ্চিন্তপুর বিবিআইটির উদ্যোগে গুলাবী দেবী মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল। চূড়ান্ত পর্বে জিএনআই কলেজ ও ফিউচার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্যে টানটান উত্তেজনায় খেলা হয়। উভয় পক্ষই ২টি করে গোল করে। পেনাল্টি শটে ফিউচার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ জয় লাভ করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বজবজের মহেশতলা এবং মেটিয়াবুরুজের বিধায়ক যথাক্রমে অশোক দেব, কস্তুরী দাস এবং আব্দুল খালেক মোল্লাকে সংবর্ধনা দেন বিবিআইটির চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, বজবজ–২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় সহ বিভিন্ন ব্লক ও পুরসভা এবং পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা। পুরস্কার বিতরণীর পর একটি প্রীতি ভোজের আয়োজন করেছিল বিবিআইটি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেন মানস বারুই।

এবারে লিখছেন

ফিরে দেখা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ● বিমল কর ● কুমারেশ ঘোষ ● সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ● দিব্যেন্দু পালিত ● সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ● ভবানী মুখোপাধ্যায় ● শক্তিপদ রাজগুরু ● শঙ্কু মহারাজ ● ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ● হিমানীশ গোস্বামী ● প্রণবেশ সেন ● সুভাষ গুহ নিয়োগী ● অ কৃ ব ● অন্নদা মুন্সী ● প্রেমেন্দ্র মিত্র ● নচিকেতা ভরদ্বাজ ● শুদ্ধসত্ত্ব বসু ● কৃষ্ণ ধর ● শক্তি চট্টোপাধ্যায় ● সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ● অজয় বসু ● বিরুপাক্ষ চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

বাংলা সাহিত্যের যে দিক সম্বন্ধে যখন কেউ ভাবত না, সবাই শুধু সাধারণ রোম্যান্টিক প্রেমের উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত তখন সেই দিক অর্থাৎ ব্যঙ্গ কৌতুক ও হাস্যরস সাহিত্যের পশরা নিয়ে যিনি আমাদের সামনে হাজির হলেন তিনি আর কেউ নন আমাদের সকলের শিবরাম বা তাঁর ভাষায় **শিব্রাম চক্রবর্তী**। এই দিকপাল সাহিত্যিক আমাদের প্রতিনিধির মুখোমুখি হয়েছিলেন ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে। এই সুবর্ণক্ষণে আবার তাঁকে ফিরে দেখা।

এখনও সারেঙ্গীটা বাজছে। শুনলেই মনে পড়ে যায় গানের জগতের দিকপাল হৈমন্তী শুক্লার কথা। বিভিন্ন ছবিতে প্লে ব্যাকের সাথে সাথে প্রচুর গানের অ্যালবামে মাতিয়েছেন আপামর সঙ্গীতপ্রেমীকে। এখনকার গান তখনকার গান নিয়ে, তাঁর জীবনের স্মৃতি মুহূর্ত নিয়ে আমাদের সুবর্ণ মুহূর্তে **ডঃ শঙ্কর ঘোষের** সঙ্গে অকপট আলোচনায় **হৈমন্তী শুক্লা**।

মোহনা

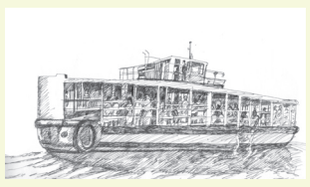

সুরজের মা, চাঁদমণির মা আর মা গঙ্গা জীবনের স্রোতে যেন এক মোহনায় এসে মিলিত হয়েছেন। যেখানে জীবন আর মৃত্যুকে আঁচলে ভরে যুগযুগান্তরে বয়ে চলেছে মা গঙ্গা। গঙ্গাসাগর যাত্রায় এই ছবি তুলে ধরেছেন **প্রণব গুহ**।

গৃহসজ্জায় শ্রী রামকৃষ্ণ

সিনেমা থিয়েটার থেকে শুরু করে সাধারণের ঘরে এখনও গৃহসজ্জায় সকলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছেন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ। কি ভাবে? জানিয়েছেন **সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়**।

নতুন বউ

সন্দেহ আর অবিশ্বাসের আবহে সংসারে কি ভাবে ফিরে এল নতুন অনুভূতি। গল্পের বাঁধুনিতে সেই টানাপড়েনের ছবি তুলে ধরেছেন **সিদ্ধার্থ সিংহ**।

একান্ত আবেদন

কমলার মনে হল তার নিজেরই বুকের একখানা পাঁজর ভেঙে চুরচুর হয়ে বেদনার রূপ ধরে ছড়িয়ে গেছে বুকের ভেতর সর্বাঙ্গে। সেই অসহ্য বেদনার মমতা ভরা কাহিনী শুনিয়েছেন **শচীন্দ্রনাথ বড় পন্ডা**।

ইচ্ছাসন্তান

কলেজ থেকে ফিরে চা জল খাবার খেয়ে রূপলেখা একদিন অভির খোঁজ নিতে গিয়ে দেখতে পেল শোবার ঘরের এক কোণে বসে অভি ওর রোবটটা নিয়ে আপন মনে খেলছে। কল্পবিজ্ঞানে ইচ্ছাসন্তানের সাধারণ কাহিনী রচনা করেছেন **জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়**।

সেদিনের অজ্ঞাত অগ্নিকন্যারা

বাংলার বীর বিপ্লবী অগ্নিকন্যারা বিস্মৃতির গভীরে রয়ে গেছেন দশকের পর দশক। লীলা রায়, বীণা দাস, প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনী হাজরার মতো বাংলার বহ্নিশিখাদের ওপর কিছুটা আলোকপাত হলেও অবিভক্ত বাংলার অসংখ্য ত্যাগব্রতী বিপ্লবী তরুণদের মতো বহু অনামা অজ্ঞাত বিপ্লবী নারীদের ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের সন্ধান মিলেছে রাজ্য মহাফেজখানার সৌজন্যে। তাঁদের নিয়েই প্রথমবার লিখছেন আলিপুর বার্তায় **ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী**।

জিভ কেটে জোড়া ও জাদু সম্রাট

ভারত উপমহাদেশের পাঁচ হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ঊষাকাল থেকেই মাদারি জাদুকরেরা প্রকৃত বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে যে সব জাদু খেলা পথে প্রান্তরে দেখিয়ে চলেছেন তা আজও এই মহাকাশ বিজ্ঞানের যুগে সব মানুষের কাছে বিস্ময়কর। তাদের চরম বিস্ময়কর জাদু খেলাটি হল জিভ কেটে জোড়া দেওয়ার ম্যাজিক।

আবার এই জিভ কেটে জোড়া দেওয়ার ম্যাজিকটাই চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি জাদু সম্রাট পিসি সরকার (সিনিয়র) নিজস্ব ভঙ্গিতে সকলের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। সেই ম্যাজিক নিয়েই কিছু তথ্য এবং ওনার প্রদর্শনীর অজানা কিছু গল্প নিয়ে লিখছেন **জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়**।

কলকাতার কুটির শিল্প

কলকাতার কুটির শিল্প শুনলে অনেকে অবাক হবেন। কিন্তু কলকাতায় নানান ধরনের কুটির শিল্প ছিল। এ বিষয়ে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সেই তালিকা অনেক বড়। যেমন এখানকার মাটির শিল্প, দারু শিল্প, ধাতু শিল্প প্রভৃতির অনেক খ্যাতি। অন্য বেশ কিছু কুটির শিল্প যেমন ঝিনুকের পুতুল, টিকে, কবিরাজি বা আয়ুর্বেদ ওষুধ, কাঁচ শিল্প প্রভৃতি নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ **ডঃ দীপক কুমার বড় পন্ডা**।

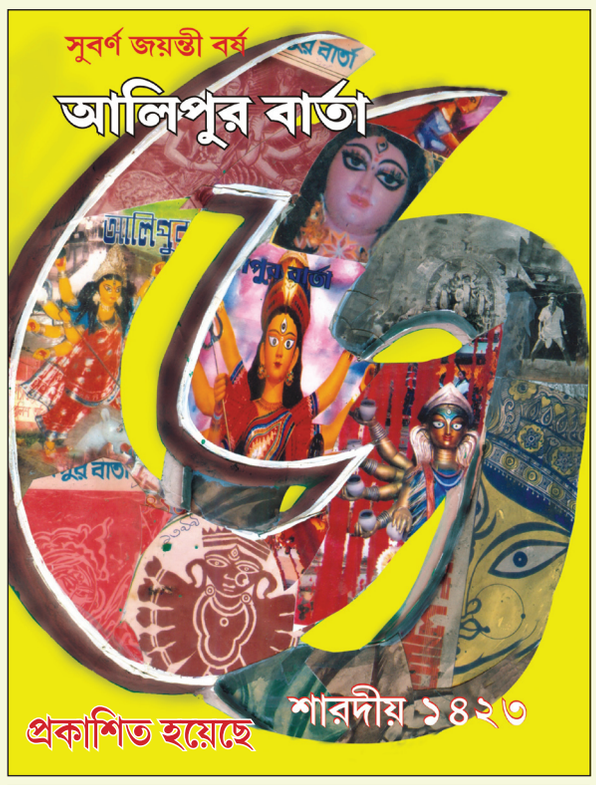

সুবর্ণ বর্ষে

সুকুমার মন্ডল ● পি সি সরকার (জুনিয়র) ● দীপ মুখোপাধ্যায় ● ড. শঙ্কর ঘোষ ● রত্নেশ্বর হাজরা ● সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ● কৃষ্ণচন্দ্র দে ● ডাঃ সুবোধ চৌধুরী ● বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য ● ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস ● তপনদেব চট্টোপাধ্যায় ● নির্মল গোস্বামী ● জে এন রায় ● ড. অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন ● উদয় চক্রবর্তী ● শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ● জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ● নিত্যানন্দ দাস ● সুমন্ত মুখোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

কার্টুন : সুফি

চিত্র : শিল্পী সমরেশ চৌধুরী ● উমা সিদ্ধান্ত ● পৃথ্বীশ শিকদার ● সুমিত দাসগুপ্ত ● ধনঞ্জয় মিশ্র।

সাক্ষাৎকার : পি সি সরকার (জুনিয়র), হৈমন্তী শুক্লা, শিব্রাম চক্রবর্তী।

প্রচ্ছদ : মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com